ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 April 2019 ■ আগরতলা, ২৩ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■ ৯ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পূর্ব ত্রিপুরা আসনে নির্বাচনে নিরাপত্তার এলাহি ব্যবস্থা

১৬৪৫টি বুথের মধ্যে ১৪২৪টি বুথেই থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ঃ ডিজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। ত্রিপুরা পূর্ব আসনে লোকসভা নির্বাচনে ১,৪২৪টি বুথে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী ও বিভিন্ন রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনী নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে। ভোটে মোট ১০৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী এবং বিভিন্ন রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তাছাড়া, চার হাজারের অধিক টিএসআর জওয়ান নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবেন। তাই, নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক একে শুক্লা ভোটারদের অভয় দিয়েছেন।

ডিজিপির কথায়, ১,৬৪৫টি বুথের মধ্যে ১,৪২৪টি বুথেই নিয়োগ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। টিএসআর এবং পুলিশ কর্মীদেরও পর্যাপ্ত হারে ভোটের নিরাপত্তার দায়িত্বে রাখা হয়েছে। ফলে, ভোট প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হবে, আশা প্রকাশ করেন তিনি। প্রসঙ্গত, গতকাল ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকও ভোটারদের নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য অভয় দিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার ত্রিপুরা পূর্ব আসনে লোকসভা ভোট অনুষ্ঠিত হবে। সে মোতাবেক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি নেই বলে দাবি করেছে রাজ্য পুলিশ। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক একে শুক্লা আশ্বাস দেন, ত্রিপুরা পূর্ব আসনে সুষ্ঠু, অবাধ এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে। তার জন্য পুরো ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডিজিপি-র কথায়, রাজ্যে আগেই ৬৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোটের জন্য আরও ৪২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধা সামরিক ও বিভিন্ন রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ এসে পৌঁছেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, চার হাজারের অধিক টিএসআর এবং ২০০ পুলিশ অফিসার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন। তিনি আরও জানান, ২,৬০০-এর অধিক সিভিল পুলিশও ভোটে নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা হবে।

ডিজিপি বলেন, ত্রিপুরা পূর্ব আসনে ১,৬৪৫টি বুথ রয়েছে। তার মধ্যে ৩১টি বুথ সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত হবে। তাছাড়া, ১৯০টি বুথে শুধু টিএসআর জওয়ানরা নিরাপত্তা সামলাবেন। বাকি ১,৪২৪টি বুথে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী ও বিভিন্ন রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি চার হাজারের অধিক টিএসআর জওয়ান এবং ২,৬০০-এর অধিক সিভিল পুলিশও ভোটে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁদেরকে সাহায্য করার জন্য থাকবেন ২০০ জন পদস্থ পুলিশ আধিকারিক। ডিজিপি বলেন, ১০৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাথে একজন করে বাহিনী কমান্ডেন্ট রয়েছেন। ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁদের পেট্রোলিংয়ে থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এদিন ডিজিপি আরও জানান, ত্রিপুরা পূর্ব সংসদীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন থানা এলাকায় সংশ্লিষ্ট থানার ১৯৭টি পুলিশ মোবাইল ভ্যান নিয়ে ইতিমধ্যেই নজরদারি জারি রেখেছে। তাছাড়া ১১৩টি নাকা গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন যানবাহনের গতিবিধির ওপর পুরো নজর রাখা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, ৯০টি স্ট্যাটিক সারভেইল্যান্স টিম এবং ৯০টি ফ্লাইং স্কোয়াড প্রতিয়িনত নজরদারি জারি রেখেছে। তাঁর কথায়, ১৫৪টি অতি স্পর্শকাতর এলাকায় কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী এবং টিএসআর যৌথ নজরদারি রেখেছে। তিনি বলেন, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সমস্ত দিক পর্যবেক্ষণের জন্য ১৯৬ জন সিভিল সেক্টর অফিসার এবং ১৯৬ জন পুলিশ সেক্টর অফিসার রয়েছেন। তাছাড়াও, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ পূর্ব ত্রিপুরা আসনে নির্বাচন, বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ

ভোট কর্মীদের সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করতে কড়া বার্তা সিইও'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। ত্রিপুরা পূর্ব আসনের ভোটে বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রাক্তন সহকারী নির্বাচন কমিশনার বিনোদ জুৎসিকে এই দায়িত্ব দিয়েছে কমিশন। ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণিকান্তি সোমবার এ-কথা জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি ভোট প্রক্রিয়ায় যুক্ত সমস্ত আধিকারিকদেরও সতর্ক করেছেন। বলেছেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোনও গড়মিল ধরা পড়লে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মঙ্গলবার সকাল সাতটা থেকে ত্রিপুরা পূর্ব আসনে ভোট শুরু হবে। ১,৬৪৫টি বুথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ভোটাররা। প্রায় দশ হাজার ভোটকর্মী নির্বাচনের কাজে যুক্ত রয়েছেন। ত্রিপুরা পূর্ব আসনে মোট ভোটার রয়েছেন ১২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯৪৪ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৪৯ জন, মহিলা ৬ লক্ষ ২০ হাজার ২৯১ জন এবং চারজন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন। পূর্ব আসনে মোট দশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এদিন, মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ বিকেল ৬-টা পর্যন্ত প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়েছে, ১,৬৪০টি বুথের ভোটকর্মীরা ভোট সামগ্রী নিয়ে রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১,৬৩০টি বুথে ভোটকর্মীরা পৌঁছে গিয়েছেন। বাকি ভোটকর্মীরাও আজ রাতের মধ্যেই নিজ নিজ বুথে পৌঁছে যাবেন। তিনি জানান, ধলাই জেলায় কয়েকটি বুথে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে ভোটকর্মীদের বুথ পর্যন্ত যেতে হবে। তাতে, সর্বোচ্চ ২ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন রয়েছে।

এদিন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানিয়েছেন, ত্রিপুরা পূর্ব আসনের ভোটে বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রাক্তন সহকারী নির্বাচন কমিশনার বিনোদ জুৎসিকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি আজ আগরতলায় এসে পৌঁছেছেন। ত্রিপুরায় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যুক্ত আধিকরিকদের সাথে তিনি আজ বৈঠক করছেন। আগামীকাল ভোটের সমস্ত প্রক্রিয়া তাঁর নজরদারিতে সম্পন্ন হবে বলে জানান শ্রীরাম তরণিকান্তি।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দাবি, ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা পূর্ব আসনের ভোটে একজন বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক-সহ আরও দুজন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন বিশেষ পর্যবেক্ষকও শুধু ত্রিপুরা পূর্ব আসনের ভোটের দায়িত্বে নিয়োগ করেছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা পশ্চিম আসনের তুলনায় পূর্ব আসনে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী এবং টিএসআর বাড়ানো হয়েছে। ফলে, ভোটে গণ্ডগোলের কোনও সম্ভাবনা নেই বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, ভোট প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য কোনও ত্রুটি রাখা হয়নি। তা সত্ত্বেও ভোটে গণ্ডগোল হলে কড়া আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ভোটকর্মীরা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গড়মিলের সাথে যুক্ত প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবেই। এমনও হতে পারে, ওই ভোটকর্মীকে তাঁর চাকরি থেকে বরখাস্তও করা হবে। তাছাড়া, পোলিং এজেন্ট কিংবা কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা ভোটে গণ্ডগোলের চেষ্টা করলে তাঁকে সারা জীবন আইনি গ্যাঁড়াকলে ভুগতে হবে।

শ্রীরাম তরণিকান্তির কথায়, ভোট প্রক্রিয়ায় কোনও গণ্ডগোল হলে যতবার প্রয়োজন হবে ততবার পুনর্ভোটের আয়োজন করা হবে। তাঁর মতে, সমস্ত রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্টের বুথে পাঠানো উচিত। তিনি জানান, সমস্ত সেক্টর অফিসারদের তালিকা ফোন নম্বর-সহ আজকেই সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠানো হয়েছে। ওই তালিকা পোলিং এজেন্টদের মধ্যে বিতরণ করা হলে কেউ প্রয়োজনে সেক্টর অফিসারের সহায়তায় বুথে যেতে পারবেন। পোলিং এজেন্টদের নিরাপদে বুথে নেওয়া এবং ভোটপর্বের পর তাঁদের বাড়ি ফিরে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও নিয়েছে কমিশন।

তাঁর আহ্বান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে পাগলা কুকুরের কামড়ে রক্তাক্ত ১৫, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২২ এপ্রিল।। বিশালগড় থানার অন্তর্গত কড়ইমুড়া, মুড়াবাড়ি, লস্কর চৌমুহনী সহ আশপাশের পাশ্ববর্তী এলাকার মানুষ সোমবার দিনভর এক পাগলা কুকুরের যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ। এলাকার প্রায় ১৫ জল লোককে কামড়ে দিয়েছে এই পাগলা কুকুর। আগরতলা শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এই এলাকা। পশম নামের কুকুরদের নিয়ে গড়ে উঠা সামাজিক সংস্থাও এই এলাকায় এসে পৌছাননি খবর লেখা পর্যন্ত। ঘটনার র বিভৎসতায় বিশালগড় হাসপাতালের কর্মরত চিকিৎসকরাও খোদ আশ্চর্য হয়ে গেছে। এক সাথে এতজন মানুষকে কুকুর কামরানোর ঘটনা উনাদের সার্ভিস রেকর্ডেও নেই বলে জানান বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত এস ডি এমও জে, এম দাস। সোমবার সকাল দশটা নাগাত প্রথম বিশালগড় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা কুকুরে কামড়ানো দুজন ব্যাক্তিকে জরুরীকালিন চিকিৎসার জন্য বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু পুলিশ, প্রশাসন অন্যান্য আরও সাধারণ কোন ঘটনার মত উক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেতাজী চৌমুহনীর যুবক হত্যার কিনারা করতে ব্যর্থ পুলিশ, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। সম্প্রতিকালে রাজ্য খুনের ঘটনা অনেক ঘটলেও আততায়িরা অজ্ঞাত করণে প্রশাসনের ধরা ছোয়ার বাইরে। একটি খুনের ঘটনা সংগঠিত হওয়ার ২-৩ দিন পর্যন্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে সকলেই সরব থাকেন। তারপর সেই ঘটনার আর কোন হদিশ থাকেনা। বিচারে বাণী নিরবে নিভৃতে কেঁদে মরে। এমনই একটি ঘটনার স্বাক্ষী বহন করছে রাজধানী নেতাজী চৌমুহনী সংলগ্ন ভাড়াটিয়া নারায়ন দত্তের বাড়িতে। নারায়ন দত্তের মূল বাড়ি আমতলীতে। ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য ১৬ বছর যাবত তিনি নেতাজী চৌমুহনী এলাকায় ভাড়া থাকেন। ঘটনা ২০ মার্চ বুধবার আনুমানিক দুপুর ১২টা নাগাদ নারায়ন দত্তের ছেলে জয় দত্ত তার বাবা এবং মার অনুপস্থিতিতে একটি ফোন পেয়ে তার বোনকে একটু আসি বলে বেড়িয়ে যায়। তারপর বিকেল ৪টা পর্যন্ত সে ফিরে না আসায় জয়ের মা তার বন্ধু জয়দীপ পালের কাছে গিয়ে তার খোজ খবর নেন। কিন্তু জয়দীপ তাকে দেখেনি বলে। পরবর্তীতে সন্ধ্যায় জয়দীপ পাল স্কুটিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘিলাতলীতে দুই ব্যক্তির সংঘর্ষে গুরুতর একজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। কল্যাণপুর থানা এলাকার দাওছাড়া বাজারে দুই ব্যক্তির মধ্যে সংঘর্ষে একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতের নাম নির্মল ঋষিদাস। তাকে প্রথমে কল্যাণপুর হাসপাতাল্লে নিয়ে আসা হয়, সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গিলাতলীর দাওছড়া এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। পূর্ব বিরোধের জের ধরে কল্যাণপুর থানা এলাকার দাওছড়া বাজারে নির্মল ঋষিদাস এবং সুদেব দেবনাথ এর মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি হয়। শেষ পর্যন্ত তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। এমনকি সুদেব দেবনাথ এর ত্বমারে নির্মল গুরুতরভাবে আহত হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। আহত নির্মল ঋষি দাস কে উদ্ধার করে প্রথমে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকায় তাকে কল্যাণপুর হাসপাতাল থেকে রাতেই জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এ ব্যাপারে আহত নির্মল ঋষিদাসের স্ত্রী কল্যাণপুর থানায় সুদেব দেবনাথ বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করেন। ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। অভিযুক্ত সুদেব দেবনাথকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আহত নির্মল ঋষিদাসের স্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠনগুলিকে আরও বেশী শক্তিশালী করার প্রয়োজন এখন ঃ মানিক সরকার

টাউন হলে লেনিনের জন্ম সার্ধশতবর্ষের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। মহামতি লেলিনের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী সোমবার সিপিআইএম-এর উদ্যোগে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে আগরতলা টাউন হলে এক হলসভার আয়োজন করা হয়। এই হলসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন-গুলিকে এখন আরও বেশী শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই সাথে দলের যে কর্মসূচী রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে সমস্ত কমরেডদের অবহিত করা এবং প্রয়োজনে প্রশিক্ষিত করে তোলা দরকার। যদি কোন পার্টি সভ্য কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত না হন তাহলে তিনি কিভাবে কাজ করবেন। দলের জন্য চাঁদা দিয়ে দায়িত্ব খালাস করলে হবে না। চাঁদা সংগ্রহ করে পার্টির বহুতল বাড়ি তৈরী করা যাবে, কিন্তু যদি পার্টির কর্মী ও সমর্থকদের সাংগঠনিক কাজে যুক্ত না করা যায় তাহলে কর্মসূচীগুলির সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। লেনিনও সেই কথাই বলে গিয়েছেন। আমাদেরও তাই মেনে চলতে হবে। অন্যথায় পার্টির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। মানিক সরকার এদিন, সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরও পরামর্শ দিলেন যে পার্টির গণসংগঠনগুলিকে আরও শক্তিশালী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রীলঙ্কায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৯০, ফের বিস্ফোরণ, উদ্ধার ৮৭টি বোমা ডিটোনেটর

কলম্বো, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবারের ভয়াবহ স্মৃতি উস্কে ফের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল শ্রীলঙ্কা। সোমবার রাজধানী কলম্বোর একটি চার্চের সামনে ঘটে বিস্ফোরণটি। এখনও অবধি কোনও হতাহতের খবর নেই। এদিন ঘটনাটি ঘটেছে কলম্বোর কোটাহেনাতে। সেখানে একটি গির্জার বাইরে এসটিএফ বিস্ফোরক খুঁজে পায়। সেটি নিস্ক্রিয় করার সময় হঠাৎই বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে এলাকা। এরই মাঝে শ্রীলঙ্কা পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে আরও ৮৭টি বোমা ডিটোনেটর খুঁজে পেয়েছে। রাজধানী কলম্বোর বাস স্টেশনে সেগুলি লুকিয়ে রাখা ছিল। এদিন সেখানেই বিস্ফোরণটি ঘটে।

শ্রীলঙ্কা জুড়ে চলছে তল্লাশি ও ধরপাকড়। রবিবারের ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ২৯০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৫০০র বেশি। কোনও সংগঠন এখনও অবধি ঘটনার দায় স্বীকার করেনি। তবে শ্রীলঙ্কা সরকার জানিয়েছে, এই হামলার পিছনে হাত রয়েছে কট্টর ইসলামিক সংগঠন এনটিজের। আন্তর্জাতিক কোনও সংগঠনের জড়িত থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকজন শ্রীলঙ্কার নাগরিক আছে। সোমবার এমনই দাবি করেন সেদেশের মন্ত্রী রাজিতা সেনারত্নে। তিনি জানান, রবিবার আটটি বিস্ফোরণের ঘটনায় মোট ২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সাত জন শ্রীলঙ্কার নাগরিক। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি মৈথিপালা সিরিসেনা তিন বিচারপতিকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি তৈরির নির্দেশ দেন। বিস্ফোরণের তদন্ত করে দু'সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন। রবিবার সকাল ৮.৪৫মিনিট নাগাদ ৩টি গির্জা এবং ৩টি বিলাসবহুল হোটেলে পর পর বিস্ফোরণে এভাবেই শুরু হল শ্রীলঙ্কার রবিবাসরীয় দিনটি। ছটি বিস্ফোরণেই থেমে থাকেনি। এরপর আরও দুটি বিস্ফোরণ ঘটে।

পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোট গ্রহণের জন্য সোমবার বিকালে বুথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন ভোটকর্মীরা।

রাজনৈতিক উত্তাপে ভুল করে মন্তব্য করেছিলাম রাফাল ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে স্বীকারোক্তি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : রাফাল ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টকে জড়িয়ে মন্তব্যের জেরে সোমবার শীর্ষ আদালতের সামনে নিজের ভুল স্বীকার করলেন স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। রাফালে ইস্যুতে দীর্ঘদিন ধরেই নাম না করে প্রধানমন্ত্রীকে চোর বলে সম্বোধন চলেছেন কংগ্রেস সভাপতি। কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে তাঁর দেওয়া স্লোগান 'চৌকিদার চোর হ্যায়' দেশজুড়ে ছড়িয়েছে। সেই মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রাহুল স্বীকার করে নিলেন তাঁর ভুল হয়েছে। রাজনৈতিক উত্তাপে নিজেকে সংবরণ করতে পারেননি। তবে কংগ্রেস সভাপতির দাবিও করেছেন, বিরোধীরা তাঁর মন্তব্যের অপব্যাখ্যা করছে।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের একটি পর্যবেক্ষণকে হাতিয়ার করে জনসভায় রাহুল গান্ধী দাবি করেন, যে সর্বোচ্চ আদালতও মেনে নিয়েছে চৌকিদার চোর। বিজেপির অভিযোগ ছিল, রাহুলের এই দাবি বিভ্রান্তিমূলক। তিনি শীর্ষ আদালতের রায়ের অপব্যাখ্যা করেছেন। বিজেপির এই অভিযোগের ভিত্তিতে রাহুলের কাছে তাঁর মন্তব্যের ব্যাখ্যা চায় সর্বোচ্চ আদালত। ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রাহুল কার্যত স্বীকার করে নিলেন তিনি মিথ্যে বলেছেন।

কিছুদিন আগেই রাফালে সংক্রান্ত বেশ কিছু নথি ফাঁস হয়ে যায় বলে দাবি ওঠে সংবাদ মাধ্যমে। সুপ্রিম কোর্টে অ্যাটর্নি জেনারেল নিজেই জানান নথি চুরির খবর। চুরি যাওয়া সেই নথিকে প্রামাণ্য ধরেই, রাফালে সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের আগের রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানায় মামলকারীরা। উল্লেখ্য, রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেন বিজেপি নেত্রী মীনাক্ষী লেখি। তিনি রাহুলের এই মন্তব্যেকে ঘিরে মামলা দায়ের করেন। লেখির দাবি, রাহুল বলেছেন সুপ্রিম কোর্টও মেনে নিয়েছে চৌকিদার চোর হ্যায়। ওই মামলার পরিপ্রক্ষিতে রাহুল গান্ধীকে বিষয়টি নিয়ে জবাব দিয়ে বলে সুপ্রিম কোর্ট।সুপ্রিম কোর্ট মামলাকারীদের সেই আরজি মেনেও নেয়। আদালতের রায়কে হাতিয়ার করে প্রচারে মোদীর সরকারের বিরুদ্ধে সুর আরও চড়ান কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। প্রকাশ্যে জনসভার দাবি করেন যে, সুপ্রিম কোর্টও মেনে নিয়েছে 'চৌকিদার চোর হ্যায়' অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চোর? সুপ্রিম কোর্ট সেই মন্তব্যের ব্যাখ্যা চাওয়ায় বেশ চাপেই পড়ে যান কংগ্রেস সভাপতি। সোমবার আদালতে নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রাহুল জানান, নিজের মন্তব্যের জন্য তাঁর অনুশোচনা হচ্ছে। রাজনৈতিক উত্তাপে ভুল করে ওই মন্তব্য করে ফেলেছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই রাহুলের এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে তাঁকে আক্রমণ শানাচ্ছে বিরোধীরা।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ১৯২ ▫ ২৩ এপ্রিল ২০১৯ ইং ▫ ৯ বৈশাখ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আবার বৈরী তোষণ?

ত্রিপুরায় উপজাতি উগ্রপন্থীদের বিষদাঁত অনেক আগেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। একসময় এই পার্বতী ত্রিপুরায় ছিল ত্রাসের রাজত্ব। প্রতিনিয়ত হইত নরমেধ যজ্ঞ। গ্রাম পাহাড় হইতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ বাঁচাইতে সমতল এলাকায় ঠাঁই নিয়াছিলেন। উগ্রপন্থী জল্লাদদের হাতে শত শত মানুষের প্রাণ বলির সেই রক্তাক্ত ইতিহাস তো ভুলিবার নহে। কত নিরপরাধ মানুষকে ধরিয়া নিয়া জল্লাদরা হত্যা করিয়াছে তাহার হিসাব নাই। এক সময় ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়াছিল ত্রিপুরা। অবিশ্বাসের বিষবাস্প গোটা রাজ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সেই রক্তাক্ত, অসহনীয় দিনগুলি এরাজ্যের মানুষ কাটাইয়া আসিয়াছে। দীর্ঘ বামফ্রন্ট শাসনে এই সাফল্যকে অস্বীকারের সুযোগ নাই। বিভিন্ন কারণেই উপজাতি উগ্রপন্থীরা শান্তির পথে আসিয়াছে। এই উপজাতি উগ্রবাদীরা স্বাধীন ত্রিপুরার দাবীতে মানুষ শিকার চালাইয়া ত্রিপুরাকে শ্মশানে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। গোটা রাজ্যের মানুষ প্রতিনিয়ত ত্রাসের মধ্যে, চরম নিরাপত্তহীনতায় দিন কাটাইয়াছে। সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলি আবার ফিরিয়া আসুক তাহা কেহ চাইতে পারে না। একথা তো অস্বীকারের সুযোগ নাই যে, এই উপজাতি উগ্রপন্থীদের নিয়া অনেক রাজনীতি হইয়াছে। অতীতে কোনও কোনও রাজনৈতিক দল উগ্রপন্থীদের সাহায্য নিয়া ভোটে জিতিবার অভিযোগ আছে। তাহাদের উগ্রপন্থী না বলিয়া অদৃশ্য শক্তি বলা হইত। এডিসিতে ক্ষমতাসীনদের চলিতে হইত সেই অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলী হেলনে। ত্রিপুরায় উগ্রপন্থীদের কাঁধে ভর করিয়া কোনও রাজনৈতিক দল শক্তি দেখাইয়াছে। কিন্তু, রাজ্যের মানুষ এই মানুষ খেকো উপজাতি উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছে। ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে। বাংলাদেশে ভারতের জঙ্গীদের গোপন আস্তানা যখন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া লাগিয়া যাওয়ায় উগ্রপন্থীদের সীমান্ত পাড়াবার কঠিন হইয়া পড়িল। আর এই চাপের কাছেই নতজানু হইল বন্দুকধারীরা। ত্রিপুরা শান্তির বারিধারায় স্নাত হইল। সারা দেশের নজীর কাড়িল। উগ্রপন্থী মুক্ত ত্রিপুরা নজীর গড়িল। ত্রিপুরার মানুষ সেই রক্তাক্ত, হত্যার বিভিষিকাকে আর ফিরাইয়া আনিতে চায় না। কিন্তু, রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে এনএলএফটি জঙ্গী সংগঠনের নাম উঠিয়াছে। বিজেপি অভিযোগ করিয়াছে, এটিটিএফ অনেকদিন পূর্ব হইতেই কংগ্রেসকে মদত দিতেছে। বৈরী সংগঠনের প্রধান রঞ্জিত দেববর্মাকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে ঘোরাফেরা করিতে দেখা গিয়াছে। বিজেপি আরও অভিযোগ করিয়াছে নিষিদ্ধ ঘোষিত বৈরী সংগঠন এনএলএফটি কংগ্রেসের সমর্থনে ভোট চাহিতেছে। এই অভিযোগ গুরুতর। কোনও রাজনৈতিক দলের নিষিদ্ধ ঘোষিত বৈরী দলের সঙ্গে যোগসাজসের অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহা হইলে ইহা খুবই দুর্ভাগ্যের। দুর্ভাগ্যের এই কারণে যে, এই সব বৈরী দলগুলির নেতারাই এরাজ্যের চরম সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। ত্রিপুরাকে, এরাজ্যের জাতি উপজাতি অংশের মানুষকে পিছাইয়া দিয়াছে। অন্ধকার যুগে নিয়া গিয়াছিল ত্রিপুরাকে। সেইসব উগ্রপন্থীরা যদি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিতালী করে, এই অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহা হইলে বন্ধুত্বকে রাজ্যবাসী অবিশ্বাসের চোখে দেখিবে। এই উপজাতি উগ্রপন্থীদের কারণেই রাজ্যে পাহাড়ী বাঙালীর মধ্যে একটি ব্যবধান সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে। দাঙ্গার মতো পরিস্থিতির দিকে ঠেলিয়া দেওয়ার প্রয়াস নিতে দেখা গিয়াছে। এইসব জনবর্জিত নেতাদের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের যোগাযোগকে রাজ্যের মানুষ বরদাস্ত করিবে না। ত্রিপুরার সর্বনাশের হুতাদের কি রাজ্যের মানুষ ক্ষমা করিবে?

গ্রাষ্মকালীন ছুটি বাতিল স্কুলে, গভীর উদ্বেগ প্রকাশ সরকারী শিক্ষক সমিতির

আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। স্কুলগুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাতিল করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতি (এইচ বি রোড)। সংগঠনের পক্ষ থেকে সোমবার এক প্রেস বিবৃতিও দেওয়া হয়েছে। এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বহু যুগ ধরে চলে আসা গ্রীষ্মকাশের সুযোগ খর্ব করার উদ্দেশ্যে সারা দেশে নির্বাচন চলাকালীন সময়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য বিগত ১৩ ই এপ্রিল দ্বিতীয় শনিবারে অফিস বন্ধ থাকাকালীন সমগ্র শিক্ষা অভিযানের এস পি ডি তথা মধ্যশিক্ষা ও বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ ও (আই এ এস) স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিটি একটি স্বৈরাচারী, অযৌক্তিক, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বিরোধী, অমানবিক এবং অন্যতন্ত খামখেয়ালীপূর্ণ বলে ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি (ইচ বি রোড) মনে করে। তাই সংগঠন এই স্বৈরাচারী, অমানবিক, অযৌক্তিক নির্দেশনামাটির বিরোধীতা করছে এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবী জানাচ্ছে। কারণ-

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী একঘেয়েমী দুর করার জন্য শিক্ষার্থীদের মাধে মাধে দীর্ঘ অবকাশ প্রয়োজন। এই অবকাশ স্থানীয় আবহাওয়ার সাথে ও সম্পর্কযুক্ত। আমাদের রাজ্যে বহুযুগ ধরেই শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশে সহায়তার জন্য গ্রীষ্মাবকাশের ব্যবস্থা চালু আছে। এই বছরই প্রথম এই অবৈজ্ঞানিক নির্দেশিকা জারী করে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রীষ্মবকাশের সুযোগ খর্ব করা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০১৮ মধ্যশিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ছুটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। ঐ তালিকা অনুযায়ী ২০১৯ সালের গ্রীষ্মবকাশের সময়কাল দেখানো হয় ২৪ শে এপ্রিল থেকে ১৮ ই মে পর্যন্ত। তাই বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবকমণ্ডলী চিকিৎসার জন্য, পারিবারিক কারনে কিংবা বেড়ানোর উদ্দেশ্যে বির্হরাজ্যে যাওয়ার জন্য বিমানের টিকিট বুকিং করে রেখেছেন, তাবা এই খামখেয়ালিপূর্ণ নির্দেশনামার কারণে আর্থিক ক্ষতি ও হয়রারি শিকার হচ্ছেন। যা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

নির্দেশনামার একটি জায়গায় বলা হয়েছে—"বিগত বছরগুলোতে ও গ্রীষ্মবকাশে বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংস্কারমূলক বা রিমেডিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করা হত।" প্রকৃত ঘটনা হল বিগত বছরগুলোতে পাশ্ববর্তী একাধিক বিদ্যালয়ের শুধুমাত্র স্লো লার্নারদের নিয়ে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হত। এলাকার যে সকল শিক্ষকরা এতে যুক্ত থাকতেন তাদের সাম্মানিক ভাতা দেওয়া হতো। বর্তমান স্বৈরাচারী নির্দেশিকায় সমস্ত সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য (উত্তরপত্র মূল্যায়নে নিযুক্তদের বাদ দিয়ে) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যা রাজ্যের শিক্ষক সমাজ মেনে নিতে পারছে না।

যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা বাড়ি থেকে বহুদুরে কর্মরত রয়েছেন, তারাও গ্রীষ্মবকাশের দিনগুলিতে পরিবারের সাথে কাটাতে পারতেন কিন্তু নতুন নির্দেশনাময় তাদের সেই সুযোগও কেড়ে নেওয়া হল।

শিক্ষক শিক্ষিকারা সরাবছর আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেও যেখানে একটা অংশের শিক্ষার্থীদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারছে না, সেখানে মাত্র দুই সপ্তাহের চেষ্টায় কীভাবে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে? বরং পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়ার প্রকৃত কারণ অনুধাবন করে তা নিরসনের মাধ্যমেই সুপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নেই তা সম্ভব হতে পারে।

৬) কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিদ্যালযগুলোতেও কয়েক বছর আগে এধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের অনীহা এবং পরিচালনগত নানা অসুবিধার জন্য বছর দু'তিনেক পরেই উক্ত কর্মসূচি প্রত্যাহর করে নেওয়া হয়।

শিক্ষাদপ্তর ইদানিং মাঝেমাবেই নানা ধরনের খামখেয়ালিপূর্ণ, অযৌক্তিক সার্কুলার জারি করে চলেছে। এগুলি বিশেষ কোন ব্যক্তিকে খুশী করার জন্যই বোধহয়, তাই কোন ধরনের বিচার বিশ্লেষণ কিংবা আলোচনা ছাড়াই এগুলো জারী করা হয়। তাতে শেষ পর্যন্ত সাফল্য আসে না। রাজ্যের শিক্ষানুরাগী মানুষের কাছেও শিক্ষাদপ্তরের আধিকারিকদের ভাবমূর্তি নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। শিক্ষাদপ্তরের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখা প্রয়োজন।

এই স্বৈরাচারী নির্দেশিকা

ছয়ের পাতায় দেখুন

কালি কলম মন, আজ সবার নির্বাসন

অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

ঠিক কবে প্রথম ভালবেসেছিলাম তাকে? প্রেমে পড়েছিলাম ঠিক কোন তারিখদাগে? মনে নেই। মনে থাকেও কি? ভুতগ্রস্ত, পাগলাটে মানুষ কি মনে রাখতে পারে দিনক্ষণের পঞ্জিকা? একবার, আর একটিবার, তাকে দেখার নেশা যাকে অনর্গল তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে, সে কি জানতে পারে দিন-রাতের হিসেব? ঝাঁ-ঝাঁ রোদে যার ভেতরে নামে অঝোরধারা, বা বানভাসি শ্রাবণদিনে যার শরীর পুড়ে যায় অজানা উত্তাপে, সে কি শিখতে পারে ঋতু-পরিবর্তনের চক্র? পারে না। সত্যি বলতে কী, জীবন চলছিল বেশ—ফুটবল, ক্রিকেট, ডাংগুলি, পিট্টু, রোভার্সের রয, টিনটিন— দিব্যি আড্ডা বসিয়েছিল, বন্ধু পাতিয়েছিল দলেবলে,হঠাৎ কবে যে 'প্রেম' এসে কানে -কানে ফুসমন্তর দিল, জানতেও পারিনি। শুধু বদলে গেল বদলে গেল সবকিছু। সেই কাষ্ঠরোগা ছেলের আকাশে সেদিন পাঁচ সূর্যের রোশনাই, ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে কানাগলি প্রান্তর। আনকোরা হৃদয় খবর পেল যুদ্ধ আসন্ন। জিততে হবে, জিততেই হবে তাকে। কিন্তু কোমর বেঁধে সঙ্গী হবে কে? কোন অস্ত্রে ঘায়েল হবে সোনামন প্রতিপক্ষ? কেউ তো নেই আমার, কিছু তো নেই খানিক ক্যাবলামো ছাড়া। যখন বসে বসে ভাবছি আর বিধ্বস্ত হচ্ছি মনে মনে, ঠিক তখনই, সেই নিঝুম রাতে, টেবিল ল্যাম্পের আলোকবৃত্তে পড়ে থাকা একাকী, নিঃসঙ্গ কলমখানা হাত বাড়িয়ে বলেছিল—'বন্ধু হবে'?

সেই শুরু। না, ভুল বললাম, শুরু আগেই হয়েছিল। হাফপ্যান্ট থেকে ফুলপ্যান্টে পৌঁছনোর বেশ আগেই পেনসিল থেকে কলমে প্রোমোশন হয়েছিল। প্রথম কালির কলম যেদিন হাতে পেলাম, মনে হল একদিন অনেকটা বড় হয়ে গেলাম। পড়াসোনার আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল প্রথম কিছুদিন। না বলতেই হাতের লেখা প্র্যাকটিস করি, দু'পাতা বললে চার পাতা ভরিয়ে নিয়ে যাই। এমন চলতে চলতে, একমসয় ক্রমে অভ্যেস হয়ে এলে। ভাঁটা পড়ল আগ্রহে। তারপর, প্রেমে পড়ার পর আবার সেই পুরনো কলম ফিরে এলে নতুন করে। সুমন বলছেন—'প্রথম প্রেমে পড়ার পর সবাই পস্তায়'। হক কথা। কিন্তু সেই পস্তানোর আগে হাতের লেখা আর বাংলা ভাষাটা জুতের হয়ে যায়। আর তার এক এবং একমাত্র সঙ্গী ছিল ওই কলমখানা। কলম বলতাম না কিন্তু। বলতাম 'নিব পেন। আর নববইয়ের সেই মধ্যবিত্ত, 'হিন্দি চিনি ভাই ভাই'-এর সময়ে 'নিব পেন' মানেই আমার কাছে 'উইংসাং'। আরও দু'-একটা কলম পেয়েছিলাম পারিবারিক সূত্রে, কিন্তু চোখ বুজলেই যা দেখতে পাই, তা হল ওই মেরুন শরীর, আর মাথায় চকচকে সোনালি ঢাকার উইংসাং পেনগুলো। কালোও ছিল একটা। এইটুকু খুদে নিব-টা বেরিয়ে থাকত, খুব চেপেচুপে লিখলে যেগুলো মাজেমধ্যেই বেঁকেটেরে যেত, বা ভেতরে সেঁধিয়ে যেত। আর তাহলেই দফারফা। প্রতিনিদ নিয়ম করে কালি ভরতাম পেট চেপে চেপে। তিনরকম কালি ছিল আমার—নীল, কালো আর লাল। সবুজও আনতাম মাঝেমধ্যে। নীল আর কালো দিয়ে লেখাপত্র, আর লাল-সবুজ ও আন্ডারলাইন বা মার্কিং করতাম। যেমন ম্যাজেন্টা, সি-গ্রিন, অরেঞ্জ এইসব। পেন যাই হোক, আমি তাকে ধরতাম একদম নীচে নিবের কাছটায়। বাবা বারণ করত, ওতে না কি হাতের লেখা খারাপ হয়ে যায়। বলত, পেন ধরেত হয় একটু ওপরে, যেখানে ঢাকা বন্ধ হয় তার কাছাকাছি। হবেও বা। আমি একগুঁয়ের মতো সেই নিবেরকাছটাই খামচে ধরে লিখতাম। তবে বাবা যাই বলুক, তাতে হাতের লেখা যে খুব খারাপ হত,তা কেই বলতে পারবে না। সত্যিই কতরকমভাবে লিখতে পারতাম। কতজনের হাতের লেখা নকল করে, তাতে নিজের কায়দাকানুন মিশিয়ে নতুন 'ক্যালিগ্রাফি' আমদানি করতাম। কতরকম কালি, কত ছিরিছাঁদ। আমাদের স্কুলে একজন বাংলার স্যর ছিলেন। অত্যন্ত রসিক। আমার হাতের লেখা দেখে বলেছিলেন, কেরিয়ারে বিশেষ সুবিধে না করতে পারলে আমি যেন একটা গাছতলা দেখে কাগজ-কলম নিয়ে বসে যাই। ভাড়ায় প্রেমপত্র-প্রত্র লিখে দু'পয়সা করতে পারব।

তবে তেমন-তেমন অস্ত্রের জন্য যেমন তেমন-তেমন রণক্ষেত্র লাগে, কলমেরও তাই। প্রেমপত্র আর কলম হল রাজযোটক। তার সেই অস্ত্রে শান দেওয়া শুরু হয় খাতার পিছনের পাতায়। সরু-মোটা আঁকিবুঁকি, একটানে আঁকা পাতলা নাক-চোখের প্রোফাইল, নামের আদ্যক্ষরের চারিদিকে দু'তিন রঙের আলপনা, হিজিবিজি করে কেটে দেওয়া কয়েকটা লাইন, একের পর এক নামসই—এসবই বলে দেয় বসন্ত জাগ্রত জীবনদ্বারে। কাগজে-কাগজে ফুল ফুটছে সকাল -সন্ধে। তারপর এক শুবদিনে শুরু হয় পাতার পর পাতা। রাজা-রানির পক্ষীরাজে পাড়ি দেওয়ার সেইসব স্বপ্নের কথা যে লিখছে সে জানে, আর যে পড়ছে সে জানে। কত হাসি, কত রোমাঞ্চ, কত প্রতিজ্ঞার টানাপোড়েন চলে চিঠি---হাতবদলের খেলায়। কত বিচ্ছেদ শব্দ ধুয়ে যায় চোখের জলে। হাতে লেগে থাকে কলঙ্কের কালির টুকরোটাকরা দাগ, বুকে লেগে থাকে চিঠিতে ছিটিয়ে দেওয়া আতরের সুবাস। সে উপাখ্যান জানে শুধু ওই সঙ্গী কলমখালা। উপহার হিসেবে কলম চিল একদম প্রথম শ্রেণির। আমি পৈতেয় কত যে কলমের সেট পেয়েছিলাম, তার ইয়ত্তা নেই। কিছু পাতি গোছের, কিছু রোজের ব্যবহারের জন্য, আর কিছু বেশ দামি, কুলীন শ্রেণির। মনে আছে, এক দাদু দিয়েছিল পার্কারের সেটা। সিলভার রঙের দুটো পেন দেখতেত ছিল যে খাপ খোলা তরেয়াল। একটা কালির, আর একটা ডট পেন। সরু, চোখা,লম্বা নিবের পেনটা আমার মনে ধরেছিল খুব। যত্ন করে রাখতাম। কম ব্যবহার করতাম। উপহার পাওয়া বাকি অনেক কলমই দিয়ে দিয়ে ছিলাম ভাইবোন-বন্ধুদের, কিন্তু ওই পেনটা রেখে দিতাম ড্রয়ারের ভেতর।

মাঝেমধ্যে ছাড়া স্কুলেও নিয়ে যেতাম না খুব একটা। তারপর একদিন হঠাৎ পেনটা হাপিশ হয়ে গেল। বাক্স-টাক্স সমতে বেমক্কা গায়েব। তন্নতন্ন করে খুঁজেছিলাম সব জায়গায়। হাতড়ে হাতড়ে সব বেরল, ওই পেনটা ছাড়া। হারিয়েই গেল এক্কেবারে। 'হারিয়ে গেল' বলছি, কিন্তু কেউ যে হাতসাফাই করেনি—সে কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ পেন চুরি করাটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। আর যেহেতু পেড়ের বৈচিত্র কম ছিল, তাই ধরা পড়লেও অস্বীকার করা কঠিন হত না। তবে পেন-চুরি ব্যাপারটা অনেকটা বই-চুরির মতো ছিল। মানে একে ঠিক 'শাস্তিযোগ্য অপরাধ' মনে করা হত না। লেখাপড়ার ব্যাপার তো। 'পড়াশুনোর জন্য নিয়েছে, হয়তো কেনার ক্ষমতা নেই'—এই ভেবেই রেহাই দিত লোকজন। কত বন্ধুবান্ধবকে জানি যারা পেন জমাত পায়রা ধরার কায়দায়। মানে, নিজের ঝাঁকের প্যায়রাকে আকাশে ছেড়ে দিল যেমন তারা অন্য ঝাঁক তেকে নামিয়ে আন আরও দু'একটাকে, আর তাতে গর্বে বুক ফুলে ওঠে পায়রা—মালিকের,তেমনই কেউ কেউ দুটো পেন স্কুলে নিযে গিয়ে কোনও দিন তিনটে, আর তেমন তেমন দিনে চারটেও ফেরত আনত। সংগ্রহ বাড়ত দিন-কে দিন। এসব যখনের কথা বলছি, তখনও 'কলম' বলতে কালির কলম বা নিব পেন-ই বুঝতাম। ডটপেন ছিল বটে, ব্যবহারও করতাম, কিন্তু তার ঠিক 'জাত' ছিল না। এরপর আসতে আসতে বাজারে এল বিভিন্ন রকম ডট বেন। যতদূর মনে পড়ে, 'রেনল্ডস'-এর সাদা বডি আর নীল ঢাকার পেন বেশ ঝাঁকিয়ে বসল। দামে কম, পরিষ্কার লেখা হত, ইউজ অ্যান্ড থ্রো। তারপর একে এক করে আসতে লাগল আরও ব্র্যান্ড আরও ব্যারাইটি। কালির কলম রোজের জীবন থেকে যেন একটু হড়কে গেল।

পড়াশোনার চাপ বাড়ায় বেশি বেশি লেখার জন্য, পরীক্ষায় পাতা ভরানোর জন্য ডট পেন বেশি কাজরে হল। তারপর এলে জেল পেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে সার্কিট, মেশিন এসব আঁকাআঁকির জন্য আরও কয়েক ধরনের কলমও ব্যবহার করেছি পরে।

তবে, ওই যে বললাম, কলমের ব্যবহারটা তখন অনেকটাই 'বাধ্যতামূলক' হয়ে আসছিল। অনেক অনেক কলম হয়েছে ততদিনে, কিন্তু সেই আকর্ষণটা আর ছিল না। যে কাজে যা দরকার, এইভাবেই চলতে লাগল। তারপর জীবন যত এগতে লাগল, পেসাগত কারণে কলমের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে লাগল। কম্পিউটারের জগতে,কি -বোর্ডের ঠুকঠাকে চাপা পড়ে গেল কাগজ-কলমের খসখসানি। তাতে যে খারাপ লেগেছিল তা নয়। বরং ওই হাত-ব্যথা করা কাজ থেকে রেহাই, দিব্যি লাগছিল। প্রেমের চিঠিও লেখার দরকার পড়ত না, কারণ ততদিনে টেলিফোন এসে গিয়েছে, মোবাইলও আসবে-আসবে করছ। কাজেই কালি আর কলম, সবার অজান্তে কমতে লাগল জীবন থেকে। এখন যেখানে এসে ঠেকেছ সেখানে কলমের কাজ সিত্যই নেই। ব্যাঙ্কের চেকবই এক আধটা ফর্ম ফিলআপ, আর কয়েকটা অফিসের কাগজে দুয়েক লাইন লেখা আর সই ছাড়া পেনের ব্যবহার করিই না। অভ্যেসবশে কিনি এখনও, কিন্তু কালি শুকিয়ে জঞ্জাল হয়ে পড়ে থাকে। কাগজ পত্রিকায় যেসব লেখালিখি, তাও পুরোপুরি কম্পিউটার নির্ভর। এখন বহু লেখক পুরোপুরি মোবাইলে লেখেন। আমি এমন কয়েকজনকে জানি যাঁদের প্রকাশিত বইয়ের সসস্ত কবিতাই মোবাইলে লেখা। সাংবাদিকরা রিপোর্ট পাঠান মোবাইলে লিখে আর ছবি তুলে। তাতে সময়ও বাঁচে, কাজও সহজে হয়। সত্যি বলতে কী, আমি নিজে ল্যাপটপ ছাড়া একশো শব্দ লিখতে হবে এমনটা ভাবতেও পারি না আজ। যদি কলমে লিখতে হয়, 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি'-র মতোই অবস্থা হয়—হাতের লেখা আর বিষয়কে সামাল দেওয়া তারপর আছে কাটাকুটি, 'ফোয়ার' করা—সব মিলিয়ে নাজেহাল অবস্থা। ক'-গাছা চুল দিয়ে টাক ঢাকার কায়দায় এখন বুলিয়ে বুলিয়ে লেখা দাঁড় করাতে হয়, নয়তো সেদিকে তাকাতে নিজেরই লজ্জা করে। যতই বেঁকিয়ে-চুরিয়ে, ওপরে ধরে, নিবের কাছে পাকড়ে, মোটা পেন কিনে, সরু জেল দিয়ে চেষ্টা করি না কেন, পাইনাল আউটপুট যে-কে -সেই। কাউকে তিন লাইন নিজে হাতে লিখে দিতে গেলেই বুঝ ধড়ফড় করে— কী ভাববে কে জানে। হয়তো রোজ দু'পাতা করে লিখলে খানিকটা শোধরাবে ব্যাপারটা, কিন্তু সে আর হয় না। কুঁড়েমি আর কী! তবে এই বেশ হয়েছে। যে কলমে এঁকেছিলাম তার আদুরে ডাকনাম, লিখেছিলাম একান্ত কবিতা, সেই কলমে না হয় না-ই করলাম মাসকাবারির হিসেব। যে কলম সৃষ্টি করত ভালবাসার উপকথা, রাত জেগে যাতে লিখতাম সম্মোহনের পাঁচালি, তাই দিয়ে না হয় নাই মেলালাম ব্যালেন্স শিটের দু'ধার। সত্যি করে তো কিছুই আর মিলবে না কোনও দিন। ছন্দবিহীন পথ চলাই জীবন। যে টিমটিমে কুলুঙ্গিতে হারিয়ে এসেছি ফুলছাপ পাতায় লেখা প্রেমের চিঠিগুলো, ফেলে এসেছি আমার বিপন্ন হৃদয়, তাদের সঙ্গী হয়ে নি হয় থাক হারিয়ে যাওয়া মহার্ঘ্য লেকনীরা। কালি কলম মন, আজ সবার নির্বাসন।

(সৌজন্যে : প্রতিদিন)

কৃষি ও কৃষক সমস্যা সমাধানের তাগিদ

অচিন রায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর

চিনেকে না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল, কিন্তু পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য ছোট ছোট দেশ, যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান বা দ্বীপরাষ্ট্র সিঙ্গাপুর যে অত্যন্ত ছোট দেশ এবং কলোনিয়াল হথ্যাংওভার সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতার সমসাময়িককালে অনুন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল এবং ক্রমে উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে সেখানে তো এসব অন্যায় বাহানার কোনও স্থান নেই,যে ভিক্ষে পাওয়া যায়, তাতে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ও হতে পারে। তেমনি যে ব্যক্তি ডোল পাবে সে কাজ করতে যাবে কোন দুঃখে। বিশেষথ আমাদের গ্রামেই দেখেছি একদিন কাজ করে কামাতে পারলে, তারপর তিনদিন আর তার টিকি দেখতে পাওয়া ভার।

একদিন এইসব বামপন্থী মহাবুদ্ধিমান সম্প্রদায় থিসিস ঝেড়েছিলেন যে, কৃষিতে আর গুরুত্ব দেওয়া অর্থহীন। বুদ্ধির ঢেঁকি আর কাকে বলে। কিন্তু একথা খুব স্পষ্ট যে, ভারতের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর-কৃষি, পণ্য উৎপাদন শিল্প ও পরিষেবা। আমাদের দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক নাকি এখনও কৃষিনির্ভর। সুতরাং গ্রাম তথা গ্রামীণ অর্থনীতি একান্তভাবেই কৃষি উপদাদনের উপর নির্ভরশীল। কৃষির মূল কথা লক্ষ্য হওয়া উচিত কীভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় এবং কীভাবে সেই উৎপাদতি কৃষিদ্রব্য লাভজনকভাবে বিপণন সেটা কিন্তু রাস্তার মুর্খ রাজনীতির স্বার্থে ডোলনির্ভর করলে কিছুতেই সম্ভব নয়।

তার জন্য প্রথম প্রয়োজন চাষিকে চাষ করার ক্ষেত্রে প্রণোদিত করা, দ্বিতীয়ত মাঠ ফসল ফলানোর আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, চাষের জন্য যথাসম্ভব সেচের ব্যবস্থা যার জন্যে প্রয়োজন বিদ্যুৎ। চাষ যে কীভাবে ইচ্ছুক চাষিকে চাষিকে উপযুক্ত সার, বীজ,জল ও বিদ্যুৎ সহযোগে সমৃদ্ধ করতে পারে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সিঙ্গুরে আমাদের গ্রামাঞ্চল। বাংলায় কৃষিবিপ্লবের জনক প্রফুল্লচন্দ্র সেন আরামবাগে থাকার সময় গ্রামকে, চাষকে, চাষিকে এবং চাষির সমস্যাকে বুঝতেন। তাই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর জাপানে গিয়ে সেখানকার অধিক ফলনশীল তাইচুং ধান, অল্প সেচে চাষ পদ্ধতি দেখে এসে জমির বহু ফসলি ব্যবহার চালু করেছিলেন।

পরে সিদ্ধার্থ জমানায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে স্যালো টিউবওয়েল ও ডিপটিউবওয়েল চালু হওয়ার ফলে সিঙ্গুর অঞ্চলে চাষিদের ফাটা মাটির দেওয়াল ও পরের খড়েণ ছাউনি ফাঁকে আকাশ দেখা যেত সেখানে আজ একতলা দোতলা বাড়ি ও স্বপ্ন জমি থেকে কায়িক পরিশ্রমে ও দিন মজুরের সহায়তায় লক্ষপতির ছড়াছড়ি। না, চাষ ছাড়া তাদের আর লক্ষপতির ছড়াছড়ি। না, চাষ ছাড়া তাদের আর কোনও উপার্জন নেই। এবছর দু'লাখ টাকা লাভ করা লোকসান করলে পরের বছর দু'লাখ টাকা লাভ করা বাস্তব তাদের করায়ও। তার ওফরে আছে নিয়মিত - Cash Crop এর চাষ।

ইতিমধ্যে মহাজনকল্যামূলক কংগ্রেস MGN REGA প্রকল্পে তাত্বিক অর্থনীতিকরা উদ্বাস্থ হয়ে নৃত্য করছেন, কিন্তু তার ফলে গ্রামের চাষের যে ক্ষতি হয়েছে তা অবর্ণনীয়। কেননা নিজের চাণে সঙ্গে থাকলেও দিমজুরের কায়িক শ্রমের সাহায্য যে আবশ্যক কার একান্ত অভাব দেখা যাচ্ছে। প্রথমত কাজ না করে শুদু খাতায়কলমে টিপসই দিয়ে যদি মূফতসে সরকারি টাকা পাওয়া যায় তাহলে তারা ভূতের বেগার খাটবে কোন দুঃখে। দ্বিতীয়ত ও বিষয়ে নির্বাচিত পঞ্চায়েত একটি দুষ্টচক্রের ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। কোনও কাজ যেমন পুকুর কাটানো অনুমোদন লাভ করল, কিছুদিন পরে খাতায় কলমে দেখানোহল কাজ হয়ে গেছে, টাকাও তোলা হয়ে গেল এবং বিতরণ করা হল ভাগাভাগির ভিত্তিতে। কিন্তু মজু পুকুর যেখানে ছিল সেখানেই মজে রইল।

দ্বিতীয়ত আর একটিচক্র হল, সরকারও কলকাত্তিয়া মহাজনরা ভাবছেন, টাকা ব্যাঙ্কের মারফত দরিদ্রদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে, আর কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ক্ষেত্রমণি দাসীর নামে সরকারি টাকা এবং পঞ্চায়েত দাদাকেও খবর দেয়, টাকা উঠলে তাতে সিংহের থাবা বসানো জন্য। তাতে ব্যাঙ্কবাবুরও ভাগ থাকে মনে হয়।

কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার টাকা, চল্লিশ হাজার অনুমোদন করলে বিশ হাজার যায় পঞ্চায়েত দাদার কাছে, বাদবাকি নিযে চাল সারাতে পারলে ভালো। রাস্তা নির্মাণ ও পরিকাঠানো নির্মাণেও একই কথা, ঠিকাদার ও পঞ্চায়েত দাদার ভাগাভাগির প্রশ্ন। রাজনীতি এখন সবচেয়ে লাভজনক পেশা সেটা সাংসদ নির্বাচন প্রার্থীদের কোটিতে কোটিতে লাফিয়ে চলা সম্পদের পরিমাণেই বোঝা যায়। কৌন বনেগা ক্রোড়পতি, তার সন্ধান আছে রাজনীতির চিচিং ফাঁকে।

তবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ন্যূনতম রোজগার যোজনা যে সমৃদ্ধির সূত্রপাত করেছে সেকথা সত্য কেননা সরকারি টাকাটা ছলেবলে কৌশলে রাজনীতির

শ্রীলঙ্কায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণ : মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৯০, গ্রেফতার ২৪ জন সন্দেহভাজন

কলম্বো, ২২ এপ্রিল (হি.স.)।। 'রক্তাক্ত' শ্রীলঙ্কায় মৃতের সংখ্যা ক্রমশই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। শ্রীলঙ্কা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাওয়া সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, কলম্বোর তিনটি বিলাসবহুল হোটেল ও একটি চার্চে, নেগোম্বোর সেন্ট সেবাস্টিয়ান চার্চ এবং বাটিকালোয়ার চার্চে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও জখম ও আহতের সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন। আর তাই প্রশাসনের আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা সম্ভবত আরও বাড়তে পারে। কারণ, আহত ও জখমদের মধ্যে বহু মানুষের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। সোমবার সকালে শ্রীলঙ্কা পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কার গীর্জ এবং হোটেলে হামলার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯০। জখম ও আহতের সংখ্যা প্রায় ৫০০।

ইস্টার সানডের সকালে শ্রীলঙ্কার গীর্জায় গীর্জায় প্রচুর মানুষের ভিড় ছিল, উৎসব-ছুটির আনন্দ মহূর্তের মধ্যে বদলে যায়। রবিবার সকাল পৌনে ন'টা নাগাদ প্রথমে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়উ কলম্বোর তিনটি বিলাসবহুল হোটেল ও একটি গীর্জায়, নেগোম্বোর সেন্ট সেবাস্টিয়ান চার্চ এবং বাটিকালোয়ার চার্চে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেউ আর্তনাদ, চিতার, দেহাংশের স্তূপে আনন্দ ফিকে হয়ে যায়উ আত্মঘাতী বিস্ফোরণ, নাকি জঙ্গি হানা, তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। দুপুরের দিকে ফের দু'টি বিস্ফোরণে শব্দ শোনা যায়। সবমিলিয়ে আটটি বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে শ্রীলঙ্কাউ শ্রীলঙ্কা পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, রবিবারের হামলার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২৪ জন সন্দেহজনককে গ্রেফতার করা হয়েছে। আপাতত ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

শ্রীলঙ্কায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণ : মৃত্যু দু'জন জেডি (এস) কর্মীর শোকস্তব্ধ কুমারস্বামী

নয়াদিল্লি ও কলম্বো, ২২ এপ্রিল (হি.স.)।। শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে বেড়াতে গিয়ে বাড়ি ফেরা আর হল না। শ্রীলঙ্কায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণে মৃত ২৯০ জনের মধ্যে রয়েছেন দু'জন জনতা দল (সেক্যুলার) কর্মীও। রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পরপর আটটি বিস্ফোরণের পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন কর্ণাটক থেকে শ্রীলঙ্কায় বেড়াতে যাওয়া ৭ জন জেডি (এস) কর্মীউ উতঠার মধ্যেই সোমবার সকালে শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশন জানিয়েছে, রবিবারের বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও দু'জন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম হল, কে জি হনুমন্তরায়াপ্পা এবং এম রঙ্গাপ্পা। এই নিয়ে মোট ৫ জন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে।

এরপরই কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী জানিয়েছেন, কর্ণাটক থেকে ৭ জন জেডি (এস) কর্মীদের একটি দল কলম্বো (শ্রীলঙ্কা)-তে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'জনের মৃত্যুতে আমি স্তব্ধ। বাকি ৫ জনের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে আমি ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। কুমারস্বামী আরও জানিয়েছেন, বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ নিশ্চিত করেছেন যে, কলম্বোতে বিস্ফোরণের ঘটনায় কে জি হনুমন্তরায়াপ্পা এবং এম রঙ্গাপ্পা নামে দু'জন কন্নড়বাসীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, জেডি (এস) কর্মীদের মৃত্যুতে আমি শোকস্তব্ধ।'

উল্লেখ্য, ইস্টার সানডের সকালে শ্রীলঙ্কার গীর্জায় গীর্জায় প্রচুর মানুষের ভিড় ছিল, উতব-ছুটির আনন্দ মহূর্তের মধ্যে বদলে যায়। রবিবার সকাল পৌনে ন'টা নাগাদ প্রথমে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়উ কলম্বোর তিনটি বিলাসবহুল হোটেল ও একটি গীর্জায়, নেগোম্বোর সেন্ট সেবাস্টিয়ান চার্চ এবং বাটিকালোয়ার চার্চে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেউ আর্তনাদ, চিতার, দেহাংশের স্তূপে আনন্দ ফিকে হয়ে যায়উ আত্মঘাতী বিস্ফোরণ, নাকি জঙ্গি হানা, তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়উ দুপুরের দিকে ফের দু'টি বিস্ফোরণে শব্দ শোনা যায়। সবমিলিয়ে আটটি বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কা পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, রবিবারের হামলার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২৪ জন সন্দেহজনককে গ্রেফতার করা হয়েছে। আপাতত ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

জঙ্গলে গাছ কাটতে গিয়ে মাওবাদীদের পুঁতে রাখা চ্যালেঞ্জার মাইন উদ্ধার

মেদিনীপুর, ২২ এপ্রিল (হি. স)।। গত কয়েকদিন ধরে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন স্থানে গাছ কাটার কাজ চলছিল। বনদপ্তর এর পক্ষ থেকেই এই গাছ কাটার কাজ হচ্ছিল। এই গাছ কাটতে গিয়ে গাছের পাশে মাটির তলায় ধাতব উপস্থিতি টের পায় কর্মীরা। পরে বোঝা যায় মাইন। পুলিশকে খবর দিলে বোম্ব স্কোয়ার্ড গিয়ে সেটি নিষ্ক্রিয় করে।

ঘটনাটি ঘটেছে মেদিনীপুর সদর ব্লকের অন্তর্গত বেড়া এলাকায়। রঞ্জার গভীর জঙ্গল সংলগ্ন এই ঘন জঙ্গলে গাছ কাটার কাজ হচ্ছিল কয়েকদিন ধরে।

সেই গাছ কাটার সময় রবিবার সন্ধ্যায় কর্মীরা গাছের গোড়াতে ধাতব কিছু পোঁতা রয়েছে বলে বুঝতে পারেন। এরপর সন্দেহ হওয়াতে সেখানে কোন কাজ না করে গুড়গুড়িপাল থানার পুলিশকে খবর দেন। রবিবার প্রাথমিক সেটি দেখে রাতেই বোম্ব স্কোয়াডকে খবর দেয় গুড়গুড়িপাল থানার পুলিশ। সোমবার সকালে পুলিশ বাহিনী ও বোম্ব স্কোয়ার্ড সেখানে হাজির হয়। কিছুটা মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হয় দুটি পুরনো দিনের পোঁতা চ্যালেঞ্জার মাইন। বোম ডিসপোজাল স্কোয়ার্ড কর্মীরা সেটিকে বের করে নিষ্ক্রিয় করেন।

একটা সময় ২০০৭ সাল থেকে ওই ঘন জঙ্গলে মাওবাদীদের আস্তানা ছিল। কিষানজী সহ তার বিভিন্ন অনুচরেরা ওই জঙ্গলে নিশ্চিন্তে আশ্রয় নিয়ে থাকতো। যে কারণে বহুবার যৌথবাহিনীর অভিযান হয়েছে ওই জঙ্গলে। তাই পুলিশ মনে করছে সেই সময় মাওবাদীরা নিজেদের ডেরা নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা দিয়ে ঘিরে রাখতে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন প্রবেশ এলাকাতে ওইভাবে চ্যালেঞ্জার মাইন পুঁতে রেখেছিল। গতবছর এপ্রিল মাসে ওই জঙ্গলের পাশে বাঘঘোরার জঙ্গলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে পিটিয়ে খুন করেছিল আদিবাসীরা ।

জি বি হাসপাতাল চত্বরে সোমবার স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অন্তর্গত সাফাই অভিযান। নিজস্ব ছবি।

ভোট দিতে আজ গুয়াহাটি আসছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নিরাপত্তার চাদরে দিশপুর স্কুল

গুয়াহাটি, ২২ এপ্রিল (হি.স.)।। দিশপুর সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সংলগ্ন এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনী। ইতিমধ্যে স্কুলের দখল নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। লোকসভা নির্বাচনে এই স্কুলে আগামীকাল ২৩ এপ্রিল পত্নী গুরশরণ কৌরকে সঙ্গে নিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। তাছাড়া যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দিশপুর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের প্রবেশ পথে ভাঙাচোরা কাঠের সেতু মেরামত এবং স্কুলে চলছে সাফাইকার্যও। বিবর্ণ দেওয়ালে চলছে রংতুলির কাজ।

অনুরূপভাবে দিশপুরের বাঘেশ্বরী মন্দির এলাকায় মনমোহন সিঙের বাড়ি নম্বর ৭-এর চারদিকে চলছে সাফাইকার্য । চারদিকে জমাকৃত জঞ্জাল সাফাই করে ঝকঝকে পরিষ্কার করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি নিরাপত্তাজনিত কারণে গোটা বাড়িতে তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করছেন সংশ্লিষ্ট শীর্ষ পুলিশ অফিসাররা।

জানা গেছে, আগামীকাল ভোটদান করে এদিনই ফের বিমানে দিল্লি ফিরে যাবেন সপত্নীক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মনমোহন সিং এবং তাঁর পত্নী গুরশরণ কৌর ৫২ নম্বর দিশপুর বিধানসভা এলাকার ভোটার। অসমের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত হিতেশ্বর শইকিয়া তাঁর বাড়িটি মনমোহন সিংকে ভাড়া দিয়েছিলেন। পিভি নরসিংহ রাও সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত হওয়ার পর মনমোহন সিংকে অসমে রাজ্যসভার একটি আসনে প্রার্থী করেছিলেন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শইকিয়া। তখনই তাঁর নামে একটি বাড়ি বরাদ্দ করার পাশাপাশি দিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ১৯৯১ সাল থেকে ধারাবাহিকভাব পাঁচবার অসম থেকে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন মনমোহন সিং। এর মধ্যে দুবার প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। চলতি বছরের জুন মাসে তাঁর রাজ্যসভার সদস্য পদের মেয়াদ শেষ হবে। দীর্ঘদিন পর অসমে পদার্পণ করবেন তিনি।

লকেট চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে যোগী আদিত্যনাথ

হুগলী, ২২ এপ্রিল (হি. স.)।। হুগলীর লোকসভা কেন্দ্রে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে যোগী আদিত্যনাথ। তার এই নির্বাচনী প্রাচারকে নিয়ে সকাল থেকেই জেলা জুরে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উতসাহ ছিল চোখে পরার মতো। বিকেল চারটে পনেরো নাগাদ আদিত্যনাথ বাঁশবেড়িয়া আসেন সেখানে তাকে বিশাল আকার মালা পরিয়ে বরণ করা হয় -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

বাংলাদেশকে গণতন্ত্র বিহীন করতে ষড়যন্ত্র থেমে নেই ঃ মির্জা ফখরুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২২ এপ্রিল।। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও সচেতনভাবে দেশকে গণতন্ত্র বিহীন করতে ষড়যন্ত্র থেমে নেই। আর যারা দেশের গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে সামিল ছিলো তাদের দূরে সরানো হচ্ছে, বন্দি করা হচ্ছে। কেড়ে নেওয়া হয়েছে বাকস্বাধীনতা।

সোমবার (২২ এপ্রিল) জাতীয় প্রেসক্লাবে বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও তারেক রহমানের মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান ছাত্রফোরাম আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, আজ দেশের মানুষের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নেই। নিজের মতো করে প্রশাসন বিভাগকে ব্যবহার করা হচ্ছে। যারাই গণতন্ত্রের কথা বলেন তাদেরই বন্দি করা হচ্ছে, দূরে সরানো হচ্ছে রাজনৈতিকদের। এতে ব্যবহার করা হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রকে।

তিনি বলেন, আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে ছাত্ররা। এখন সময় এসেছে আবারও আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মাকে মুক্ত করার, তারুণ্যের অহংকার তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনার।

শ্রীলঙ্কায় সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, সন্ত্রাসী কোনো দলের বা ধর্মের না। এ ধরনের ঘটনায় নিন্দা অব্যাহত থাকবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক আহবায়ক আব্দুল খালেক হাওলাদারের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আমান উল্লাহ আমান, প্রচার সম্পাদক -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

চলছে গবাদি পশুসুমারীর কাজ। সোমবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

রুক্মিনীকে ফিরে তাকানোর আর্জি জানালেন দেব

কলকাতা,২২ এপ্রিল (হি.স)।। দেব-রুক্মিনীর অফস্ক্রীন ক্যামিস্ট্রি এবার অনস্ক্রীন। ধূ-ধূ করা মরু প্রান্তরে দেব রুক্মিনীকে আর্জি জানালেন একটু ফিরে তাকানোর জন্য। -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

সুরেশ চান্দেল কংগ্রেসে

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ভাঙন ধরল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে। গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে কংগ্রেসে যোগ দিলেন হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ সুরেশ চান্দেল। সোমবার দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন এই বিজেপি সাংসদ। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন হিমাচল প্রদেশের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কুলদীপ সিং রাঠৌর এবং হিমাচলের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রজনী পাটিল। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন চলছিল কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন হামিরপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ সুরেশ চান্দেলউ সমস্ত জল্পনা সোমবার সত্যি প্রমাণিত হলউ এদিন গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

সোনার বাংলা গড়ার সুযোগ দিন বিজেপি-কে বঙ্গবাসীর কাছে বিশেষ আর্জি অমিত শাহের

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.)।। লোকসভা ভোটে তৃণমূলকে পরাজিত করে 'সোনার বাংলা' তৈরির কর্মযজ্ঞে বিজেপি-কে সহায়তা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে আবেদন করলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। সোমবার সকালে কলকাতায় একটি নামী হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন ভাবে "মমতা দিদিকে' এক হাত নেন অমিত শাহ। তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বেই তৈরি হবে নয়া সরকার। দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে শান্তি, সমৃদ্ধি আনতে বিজেপি-র বিকল্প নেই। এমনই দাবি করে তিনি বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের শুধুমাত্র বিজেপি-ই রুখতে পারবে।

জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) নিয়ে রীতিমতো আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে, এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অমিত শাহ বলেছেন, "এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। শরনার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রূপায়ণের পরেই এনআরসি-র প্রকৃত রূপায়ণ হবে।" পশ্চিমবঙ্গে 'মমতা দিদি' গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করছেন বলে অভিযোগ করে অমিত শাহ বলেন, "আমাদের সভা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। হেলিকপ্টার নামতে দেওয়া হচ্ছে না।" নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতিত্ব করছে বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তরে অমিত শাহ বলেন, "কই, এই নির্বাচন কমিশনই গোটা দেশে নির্বাচন পরিচালনা করছে। অন্যান্য রাজ্য তো এ রাজ্যের মত এত প্রশ্ন তুলছে না।"

বিজেপি-কে আতঙ্কবাদী পার্টি-র যে তকমা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন, সেই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অমিত শাহ বলেন, "এটা হাস্যকর, ভিত্তিহীন মন্তব্য। কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারার সুযোগ থাকা উচিত কি না, ওখানে আর একজন প্রধানমন্ত্রী থাকা উচিত কি না, কাশ্মীর প্রসঙ্গে উনি রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সহমত কি না এগুলি মমতাদিদি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ্যে বলুন না।"" গত পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের কোনও কাজ কেন্দ্র করেনি বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন। এদিন অমিত শাহ বিশদ খতিয়ান দাখিল করে সাংবাদিকদের জানান, "২৫০০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক তৈরিতে ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কলকাতা মেট্রো প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১২,৫০০ কোটি টাকা। তিনটি সৌর নগরী হচ্ছে কেন্দ্রীয় অনুদানে। বার্নপুরের ইস্কো-আধুনিকীকরণ, মেদিনীপুরের তাজপুর বন্দর প্রকল্প থেকে সুসংহত চর্মশিল্পের প্রকল্প, দুর্গাপুর-হলদিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, হলদিয়া ডাকের মানোন্নয়ন, দার্জিলিংয়ে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী মোদীর আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ উপকার পাচ্ছেন।""

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অমিত শাহ এ দিন বলেন, "কেন্দ্রে নয়া সরকার তৈরি করতে বিজেপি-কে তৃণমূলের হাত ধরতে হবে না। মোদীর নেতৃত্বেই আবার সরকার হবে। বাংলার জনতার কাছে আবেদন করছি, সোনার বাংলা নির্মাণের জন্য আমাদের আশীর্বাদ করুন। আমরা এখানে গনত্রন্ত প্রতিষ্ঠা করব। স্বাধীনতার পর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের বাংলা, স্বামী বিবেকানন্দর বাংলা, শ্যামাপ্রসাদের বাংলায় উন্নয়নের কাজ হয়নি। কমিউনিস্টদের আপনারা সুযোগ দিয়েছেন। মমতাদিদিকেও সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের একবার সুযোগ দিন।""

পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে নারদা-সারদার সরকার, বাবুশাহীর সরকার, দুর্নীতিগ্রস্তদের সরকার বলে মন্তব্য করেন অমিত শাহ। বলেন, পুলিশ আর আমলাতন্ত্র নষ্ট করছে গণতন্ত্র। পরিকাঠামো উন্নয়ন সব কিছুতেই পিছোচ্ছে। ক্রমাগত হিংসা বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের ভোট প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। ৩৭ শতাংশ মানুষ তাঁদের ভোট দিতে পারেননি। ত্রিলোচন মাহাতোদের মত অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে। এই সব কারণে এবারের লোকসভা নির্বচনের গুরুত্ব অন্যরকম। এই মন্তব্য করে বিজেপি-র জাতীয় সভাপতি বলেন, নির্বাচন কমিশন অবাধে ভোটগ্রহণের সব রকম চেষ্টা করছে। পর্যাপ্ত আধা সামরিক বাহিনীর ব্যবস্থা হয়েছে। আপনারা নির্বিঘ্নে ভোট দিন। প্রসঙ্গত এ দিন সকালে -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

জয়পুর বিমানবন্দরে স্যাটেলাইট ফোন-সহ গ্রেফতার অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক, চলছে জিজ্ঞাসাবাদ

জয়পুর, ২২ এপ্রিল (হি.স.)।। রাজস্থানের জয়পুর বিমানবন্দরে স্যাটেলাইট ফোন-সহ একজন অস্ট্রেলিয়ান নাগরিককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকের নাম হল, কোরবেট। জয়পুর বিমানবন্দর থেকে দিল্লিগামী বিমানে ওঠার আগে চেকিংয়ের সময়, ওই অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকের কাছ থেকে স্যাটেলাইট ফোন উদ্ধার করা হয়উ স্যাটেলাইট ফোন বহন করার জন্য নথিপত্র এবং অনুমতিপত্র সে দেখাতে পারেনি। এরপরই গ্রেফতার করা হয় ওই অস্ট্রেলিয়ান নাগরিককে।

ডিসিপি (পূর্ব) রাহুল জৈন জানিয়েছেন, সোমবার দিল্লিগামী বিমানে ওঠার আগে চেকিংয়ের সময় ওই অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকের কাছ থেকে স্যাটেলাইট ফোন উদ্ধার করা হয়। স্যাটেলাইট ফোন বহন করার জন্য নথিপত্র এবং অনুমতিপত্র সে দেখাতে পারেনি। এরপরই গ্রেফতার করা হয় ওই অস্ট্রেলিয়ান নাগরিককে। ডিসিপি জানিয়েছেন, ওই অস্ট্রেলিয়ান নাগরিককে আপাতত জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সুষম খাদ্যেই উপকারিতা

আজ আমাদের জীবন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলছে। একদন্ড বিশ্রামের অবকাশ নেই। ফলে নিজেকে সুস্থ রাখাটাই আজ একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে অল্প বয়স থেকেই আমরা ভারতীয়রা অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় বেশি সমস্যায় ভুগি। এর একটি বড় কারণ হতে পারে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস। তাছাড়া ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি যেভাবে ভারতকে নিংড়ে নিচ্ছে তাতে কম খরচে পুষ্টিকর খাদ্য পরিকল্পনা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষেরনুন আনতে পান্তা পুরাচ্ছে। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ থাকাটা অত্যন্ত জরুরি, বিশেষয করে আজকের দিনে প্রয়োজন কম খরচে সুস্থ থাকা।

সুষম খাদ্য ব্যালান্সড ডায়েট বলতে বোঝায় এমন কয়েকটি খাদ্য সমষ্টি বা খাদ্যাভ্যাস যা আমাদের শরীরের নিত্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করতেপারে, বিভিন্ন রোগকে প্রতিহত করার বা সারিয়ে তুলতে পারে এবং একই সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। আমাদের দেহে প্রতিদিন কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সাধারণত ২২০ কিলো ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয়। তবে যারা অধিক কায়িক পরিশ্রম করেন তাদের ক্ষেত্রে এই ক্যালরির মাত্রা ৩০০ কিলো ক্যালিরি হওয়া উচিত। আবার একইভাবে যারা বি শেষ একটা পরিশ্রম করেন না তাদের শরীরে প্রতিদিন ১৬০০ কিলো ক্যালরি শক্তি যথেষ্ট। এ কালরি মাত্রার সঙ্গে শরীরের কোষ কলা ইত্যাদির ক্ষয় রোধের জন্য খাদ্যে ক্যালরি এবং প্রোটিনের অনুপাত সুষমভাবে বজায় রাখাটা জরুরি। তাছাড়া খাদ্য সমানুপাতিক হারে জল, স্নেহজাতীয় পদার্থ, তন্তুজ পর্দার্থ, ভিটামিন, খনিজ পুষ্টি, উৎসেচক পদার্থ এবং আরো কিছু সক্রিয় জৈব উপাদান বা বায়ো অ্যাকটিভ জাতীয় পদার্থগুলির উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণ আজে অনেকেই হয়ত নিয়মিত মাছ এবং মাংসকে খাদ্য তালিকার বাইরে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। বিভিন্ন ফলের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। যে কোনো মরশুমেই বাজারের প্রথম আসা ফল এবং সবজিগুলির দাম অত্যন্ত বেশি থাকায় সেগুলোকে এড়িয়ে চলা যেতে পারে। কিছুদিন পরে দাম কমলে সহজেই আবার কিনে ফেলা যায়। আবার চাহিদার তুলনায় যোগান কম হলেও বাজারে শাক সবজির দাম বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে পেঁয়াজ বা আলুর ক্ষেত্রে এই সমস্যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কম খরচে সুষম খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করাযায় এই পদ্ধতি পরিকল্পনায় বিষয়টি নির্ভর করে কোনো নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং ব্যক্তির জীবনযাপনের গুণগত মানের ওপর। তাছাড়া দেখতে হবে যে উক্ত সুস্বাদু এবং সুষম খাবার তৈরি করবার ক্ষেত্রে সাধারণ কিছু পদ্ধতি সকলেই অনুসরণ করতে পারেন।

শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি দানা শস্য না খেয়ে বিভিন্ন ধরনের দানা শস্যের মিশ্রণ খাওয়াটা অনেক বেশি পুষ্টিকর। যেমন প্রতিদিন শুধুমাত্র ভাত না খেয়ে খাদ্য তালিকায় জোয়ার বাজরা, গম রাগি ইত্যাদি মিশ্রণে ডালিয়া, খিচুড়ি, বা রুটি খাওয়ার অভ্যাস করলে দেহ অনেক বেশি পুষ্টিলাভ করতে পারবে। কম খরচে এই খাদ্য তালিকায় সয়াবিন, রাজমা, কলাইয়ের ডাল, অড়হর ডাল, ছোলা ইত্যাদি প্রোটিন সমৃদ্ধ উপাদানগুলি মিশিয়ে নিলে ক্যালরি প্রোটিনের ঘাটতি পূরণে কোনো অসুবিধা হবে না। পরোটা এবং লুচির ক্ষেত্রে ময়দার পরিবর্তে আটা ব্যবহার করলেও বেশ কিছুটা সাশ্রয় করা সম্ভব।

আবার আটা,, ময়দা বা বাসমতি চালের ক্ষেত্রে প্যাকেটের থেকে খোলা বাজারে দাম অনেক সস্তা হয়।তাছাড়া খাদ্য সমানুপাতিক হারে জল, স্নেহজাতীয় পদার্থ, তন্তুজ পর্দার্থ, ভিটামিন, খনিজ পুষ্টি, উৎসেচক পদার্থ এবং আরো কিছু সক্রিয় জৈব উপাদান বা বায়ো অ্যাকটিভ জাতীয় পদার্থগুলির উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

এই খাদ্য তালিকায় অবশ্যই ৫০ গ্রামের অতি স বুজ উপাদানে ভরপুর একটি সবজির পদ যোগ করলে শরীরে ভিটামিন এ লোহা এবং ফ লিক অ্যাসিডের মাত্রা বজায় রাখা সম্ভব। এই সবজির তালিকায় মেথি শাক, পালং শাক, ধনেপাতা সজনে ডাঁটা ইত্যাদির উপাদানগুলিকে রাখা যেতে পারে।

শরীরের দৈনন্দিন চাহিদা মতে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি সরবরাহের জন্য কম খরচে পাকা কলা, পেঁপে এবং পেয়ারা খুবই উপযোগী। এই ফলগুলো সহজলভ্যও বটে। এই তালিকায় ডুমুর, কতবেল, করমচা, বেল, থোড়, মোচা ইত্যাদি পদগুলি উপাদেয়।

দেহের চাহিদা অনুযায়ী উচ্চমানের প্রোটিনের জন্য অন্তত ১৫০ মিলিলিটার দুধ খাওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া দুধ শরীরে ভিটামিন বি ১২, রাইভোফ্লাবিন এবং ক্যালশিয়ামের যোগান বাড়াতে সাহায্য করে। চা, কফি বা লস্যির মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় দুধের মাত্রা খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এক চামচমধু সহযোগে দুধ পান করলে তা দেহের শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

আমাদের শরীরের সৌন্দর্য, উজ্জ্বলতা এবং বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় রাসায়নিক সংকেত দ্বারা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির পরিচালন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আহার তালিকায় অন্তত ১০গ্রাম ভোজ্য তেল রাখা উচিত এই তেল শরীরে অতিরিক্ত শক্তি সংরক্ষণে সাহায্য করে। তাছাড়া প্রয়োজনুসারে অত্যাবশকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড সরবরাহের কাজে অ্যাসিডগুলি শরীরে অন্তর্নির্হিত পরিচালন ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে। এই ভোজ্য তেলের তালিকায় সরষের তেলের সঙ্গে তিলের তেল, সয়াবিন তেল বা রাইস ব্রান অয়েল মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বিকেলের খাবারে কম খরচে মুড়ি, চিঁড়া, মুখরোচকক খাবার প্রস্তুত করা যেতে পারে। তবে বেশি মশলার ব্যবহার না করাই ভালো। জলখাবারে সবজির ব্যবহারও বেশ সস্তা।

দেহের প্রয়োজনানুসারে লোহা বা আয়রনের সঙ্গে ভিটামিনের সরবরাহ বজায় রাখার জন্য গুড় বা গুড়জাত খাবার যেমন মোয়া, নাড়ু ইত্যাদি সকালের টিফিনে রাখা যেতে পারে। গুড়ের সঙ্গে অংকুরিত ছোলা মিশিয়ে মন্ড প্রস্তুত করে অনেকেই প্রাতঃরাশ সারেন। রাতেরর খাবারে ভাত না খেয়ে মাঝেমধ্যে দুধ সাবু খেলে স্বাদেরও পরিবর্তন হয়।

আজকাল বাজারে ফাস্টফুডের রমরমা। বাজার থেকে ভাজা খাবার না কিনে ঘরে তৈরি সিদ্ধ খাবার খেলে শরীরে পুষ্টির মাত্রা বজায় রাখা সম্ভব। স্যালাডের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে খাদ্যাভ্যাসের একঘেয়েমি দূর হবে। যেমন অঙ্কুরিত কলাইয়ের সঙ্গে সিদ্ধ আলু, পেঁয়াজ এবং নুন গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে সুস্বাদু স্যালাড বানানো যেতে পারে।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয় যে, সস্তায় সুষম খাদ্যের সন্ধান কিন্তু একটি দীর্ঘকালীন বিতর্কমূলক পদক্ষেপ এবং একান্তই ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত। দামি সস্তা বা ভালো খারাপের যথাযথ সমন্বয় এই পদ্ধতির মূল চাবিকাঠি। তাছাড়া বর্তমানে ডায়াটিশিয়ানরা শরীর আন্দাজে ডায়েট চার্ট তৈরি ককরে দিচ্ছেন। ফলে যে কোনো খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে কোনো রকম সংশয় তৈরি হলেও তাদের পরামর্শ নিয়ে এই ধরনের খাদ্যাভ্যাস শুরু করা উচিত।

চুলকানির জ্বালা থেকে মুক্তি

শরীর চুলকানি কোন নতুন সমস্যা নয়। বিভিন্ন কারণেই দেহে চুলকানি হতে পারে। অনেক সময়ই আমাদের হাতে, পায়ে, পিঠে চুলকানি হয়। তা কোন শারীরিক অসুস্থতা ছাড়াই হতে পারে কোনো ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ যা আমরা হাত দিয়ে চুলকালেই সেরে যায়। তবে অন্যান্য ধরনের কিছু চুলকানি হয়ে থাকে যেমন--- এলার্জি মশার কামড় কিংবা যে কোনো পোকার কামড়, শরীরে কোন জায়গায় ব্যাকটেরিয়ার সংক্রামণ হাত পা ছিলে গেলে তা শুকানোর সময়ও চুলকানি হয়ে থাকে। আর এই সমস্যাগুলোতে হাত দিয়ে চুলকিয়েই আরাম পাওয়া যায় না। বেশি সমস্যা থাকলে ডাক্তার দেখাতে হয় কিংবা ঘরোয়া উপায়েও সারিয়ে তোলা হয়। তাই যে কোন রকমের চুলকানি সারিয়ে তুলতে আপনি সাহায্য নিতে পারেন প্রাকৃতিক কিছু জিনিসের। চলুন জেনে নিই, জিনিসগুলো ও তার ব্যবহার সম্পর্কে।

লেবু— ভিটামিন সি তে ভরপুর লেবু যে কোন চুলকানি খুব সহজেই দূর করে দেয়। বিশেষ করে লেবুর ভোলাটাইল তেল শরীরের যে কোন রকমের চুলকানি দূর করতে সাহায্য করে থাকে। লেবু টুকরো করে কেটে নিয়ে চুলকানির স্থানে তেল শরীরের যেকোন রকমের চুলকানি দূর করতে সাহায্য করে থাকে। লেবু টুকরো করে কেটে নিয়ে চুলকানির স্থানে কিছুক্ষণ ঘষুন দেখবেন চুলকানি কমে যাবে।

যদি আপনার ত্বক খুব নাজুক হয়ে থাকে তাহলে খুব সহজেই পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে পারেন কারণ এর কোন বিপরীত প্রতিক্রিয়া নেই এবং এই জেলিতে কোন ধরনের বিষাক্ত পদার্থ নেই যা আপনার ত্বকের ক্ষতি করবে। তাই শরীরের কোন অংশে চুলকানি হলে আপনি পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে পারেন। চুলকানি অ্যালোভেরা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ময়েশ্চারাইজিং ক্ষমতা। এবং এটি আমাদের ত্বকের জন্য খুব ভালো। শরীরের যে কোন জায়গায় চুলকানি হলে অ্যালোভেরা কেটে এক টুকরো নিয়ে সেখানে ঘষুন চুলকানি চলে যাবে। তুলসি পাতা কর্পূর সমৃদ্ধ তুলসী পাতা ত্বকের যে কোন ধরনের জ্বালা পোড়া ও চুলকানি থামাতে সহায়তা করে। কয়েকটি তুলসি পাতা নিয়ে ধুয়ে নিন তারপর যেখানে চুলকানি হয়েছে সেখানে পাতাগুলো কিছুক্ষণ ঘষুন। অথবা কিছু তুলসী পাতা জলে দিয়ে সিদ্ধ করে সে জল বরফ করুন এবং চুলকানি স্থানে ঘষুন।

ফাস্ট ফুড ঃ মারাত্মক ক্ষতিকারক

বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো চমৎকার একটি সন্ধ্যার কথা মনে করুন তো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বা অফিস শেষে সবাই মিলে কোনো এক ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকে একগাদা খাবার অর্ডার দেওয়া, তারপর হুল্লোড় করে খেয়ে-দেয়ে জম্পেশ আড্ডার পর ঘরে ফেরা। আর এভাবেই রাতটা পার করা। এভাবে সন্ধ্যা কাটিয়ে মনের ক্লান্তি তাড়ান যতটাই জুতসই, ঠিক ততটাই কিন্তু ক্ষতিকর আপনার স্বাস্থ্য ও নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমের জন্য। তাহলে উপায় কী? বন্ধুদের আড্ডা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া? নাকি আড্ডায় গিয়ে কিছু খাব না, বলে ক্ষুধা পেটে মুখে গোমরা করে বসে থাকা? এসবের কোনো কিছুরই আসলে প্রয়োজন নেই। আড্ডায় যাবেন। খাবারও খাবেন, বন্ধুদের সঙ্গও দেবেন।

শুধু কয়েকটি খাবার এড়িয়ে চলুন। আর খেতেই যদি হয় তবে একবাটি সালাদ খেয়ে এরপর খান বন্ধুদের অর্ডার দেওয়া খাবারের সামান্য অংশ। পাস্তা ঃ এক প্লেট পাস্তায়, এক প্লেট ভাতের থেকেও বেশি ক্যালরি থাকে। পাস্তা আসলে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার। এই খাবারের সঙ্গে যখন চিজ বা অলিভওয়েল মেশানো হয় তখন এর ক্যালরিগুণ বেড়ে যায় দ্বিগুণ। তাই সন্ধের পর পাস্তা যদি খেতেই হয় তবে সালাদ বা সুপ খেয়ে এরপর ছয়জন মিলে খান এক বাটি পাস্তা। পিজা ঃ এই সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় খাবার। চিইজি জুসি, পিজার একটি কামড় মনকে ঝটপট চাঙা করে দেয়। আবার এই এক টুকরা চিইজি পিজাই পারে শরীরকে খুব তাড়াতাড়ি নির্জীব করে দিতে। পিজার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুব বেশি অর্থাৎ সামান্য পিজাও আমাদের শরীরে খুব তাড়াতাড়ি শোষিত হয়ে রক্তে চিনির পরিমাণ অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

যা শরীরে চর্বিতে রূপান্তরিত হয়ে অল্প সয়ে ওজন বাড়ায়। মিষ্টি ঃ ক্যান্ডি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার বেশি খেলে আপনি দুঃস্বপ্ন দেখবেন। হাসছেন? বিষয়টা কিন্তু সত্যি। যেকোনো সুগারি খাবার ব্রেনকে অতিরিক্ত সচল করে তোলে। আমাদের শরীর যেকোনো খাবার থেকেই তার প্রয়োজনীয় জ্বালানিটুকু সংগ্রহ করে নেয়।

আলাদা করে চিনি বা সুগারি কিছু খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই রাতে প্রশান্ত সুন্দর, বিরতিহীন ঘুম চাইলে বিকেলের পর ক্যান্ডি, মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দিন। প্রোটিন আর আয়রনের খুব ভালো উৎস, তবে ২৫ বছর বয়সের পর এই খাবার খাওয়ার পরিমাণ কমাতে থাকুন। রেড মিট হজম হতে সময় নেয় বেশি। আর আমাদের শরীরের মেটাবলিক প্রক্রিয়া বিকেলের পর থেকেই ধীর হতে শুরু করে। ফলে সন্ধ্যার পর রেড মিট খেলে তা ভালোভাবে হজম হয় না, যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। চকলেট ঃ ডার্ক চকলেট হার্টের জন্য উপকারী। এক টুকরা ডার্ক চককলেট দিনের যেকোনো সময়ে আপনি খেতেই পারেন। সন্ধের পর এই চকলেট বা এই চকলেট দিয়ে বানানো কোনো খাবার ব্রোকলি বা বাঁধাকপির সুপ বা দেশি মশলায় রান্না পাতলা ঝোলের তরকারি হিসেবে খেতে পারেন বাঁধাকপি। তবে এই সব্জীগুলো সালাদ হিসেবে বা প্রচুর পরিমাণে বেশি রাতে না খাওয়াই ভালো।বাঁধাকপি ও ব্রোকলিতে আঁশের পরিমাণ বেশিষ ফলে অনেক রাতে খেলে অসুবিধার সৃষ্টি করবে, ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাবে। পানীয় ঃ কোক, কফি, চা এসবে ট্যানিন এবং ক্যাফিন দুটোই উপস্থিত। যা মস্তিষ্কে অতিরিক্ত সচল আর উদ্দীপিত করে তোলে। সন্ধ্যার পর তাই চা, কফি, কোক না খাওয়াই ভালো। চিপস ঃ কুড়মুড়ে চিপস খেতে কিন্তু দুর্দান্ত। তবে চিপসে প্রচুর পরিমাণে তেল থাকে, ফলে এতে ক্যালরির পরিমাণও অনেক বেশি। ১০০ গ্রামের এক প্যাকেট চিপস থেকে প্রায় ৫২৫ কিলো-ক্যালরি পাওয়া যায়। যেখানে সারা দিনে একজন মানুষের প্রয়োজন ১৮'শ থেকে ২ হাজার কিলো-ক্যালরি। ভেবে দেখুন, সামান্য এক প্যাকেট চিপস সারাদিনের ক্যালরি চাহিদার ৪ ভাগের ১ ভাগ পূরণ করে দিতে যথেষ্ট। পাশাপাশি চিপসে লবণ বেশি থাকে, তাই এই খাবার ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও একটি বড় ভূমিকা রাখে। তাই মুভি দেখার সময় কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় চিপসের প্যাকেটের বদলে বাদাম খান বা ছোলা মুড়ি। খাবার দুটি দেখতে অতটা স্মার্ট না হলে কী হবে, আপনাকে স্মার্ট আর ছিপছিপে রাখতে এদের জুড়ি মেলা ভার।

দাঁতে সিরসিরানির সমস্যা

দাঁতের হাইপারসেনসিটিভিটি বা শিরশিরানি কেন হয় সেটা বলার আগে দাঁতের গঠন সম্পর্কে কিছুটা বলে দেওয়া যাক। দাঁতের দুটো স্তর। দাঁতের বাইরের অংশে যে প্রলেপ থাকে সেটা হল এনামেল আর ভেতরের অংশটি হল ডেন্টিন। আর এনামেল ক্ষয়ে গেলে ডেন্টিন বাইরে বেরিয়ে যায়। আর তখনই কোনো ঠান্ডা কিছু খেলে দাঁত শিরশিরানি শুরু হয়ে যায়।

এনামেল ক্ষয়ের কারণ--- এনামেল ক্ষয়ের একটা বড় কারণ হল ডেন্টাল ক্যারিজ। যেটাকে আমরা ক্যাভিটি বলে থাকি।

আসলে আমাদের মুখে এমনিতেই প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে।

আর আমরা যখন খাবার খাই সে খাবারের কোনো অংশ যদি দাতের ফাঁকে কোনোভাবে ঢুকে যায় তখনই এই ব্যাকটেরিয়াগুলো সে খাবার পচিয়ে দাঁতে অ্যাসিড তৈরি করে। আর তা থেকেই দাঁতে দেখা দেয় ক্যাভিটির সমস্যা।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, দাঁতের ডেন্টিনের সঙ্গেই নার্ভের শেষাংশ সংযুক্ত থাকে। ফলে ডেন্টিন বেরিয়ে গেলেই এই শিরশিরানির সমস্যা দেখা দেয়। দাঁতের একটা লেয়ার ক্ষয়ে গেল মানেই সেনসিটিভিটি শুরু হল।

ক্যাভিটি হওয়ার কারণ—

ক্যাভিটি হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল বুল পদ্ধতিতে দাঁত ব্রাশ করা। বেশিরভাগ মানুষই পদ্ধতি মেনে ব্রাশ করে না. দাঁত মাজার আসল নিয়মই হল ওপর নীচ করে। কিন্তু প্রায় সকলেই সোজাসুজি দাঁত মাজতে অভ্যস্ত। এর ফলে মাড়ি আর দাঁতের সংযোগস্থল ঘষে যায়। এনামেলের অংশ ক্ষয় হয়ে যায়। আবার ঠিকমতো দাঁত না মাজলে দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাবারগুলো সঠিকভাবে পরিষ্কার হয় না।

আর এর ফলেই দাঁতে ক্যাভিটি হতে থাকে।

চিকিৎসা কেমন—

চিকিৎসার প্রসঙ্গে আসার আগে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, শুধু ঠান্ডা থেকেই দাঁতের শিরশিরানি হয়এমন নয়। গরম থেকেও এমন সমস্যা হতে পারে। যদি শুধু ঠান্ডা থেকে সমস্যা হয় তাহলে বুঝতে হবে ক্যাভিটির সমস্যা ভেতরের নার্ভকে স্পর্শ করেনি। এক্ষেত্রে রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট করতে হয়। যাতে নতুন করে আর সংক্রমণ না হয়।

বেগুনের বাহারী রেসিপি

ভোজনপ্রিয় বাঙালির কাছে বেগুন জনপ্রিয় সব্জী। বেগুন সাধারণত ভেজে, ভর্তা করে কিংবা ঝোল করে খাওয়া হয়। বেগুন রান্নায় খানিকটা বৈচিত্র্য আনলে স্বাদ যেন বেড়ে যায় আরও এক ধাপ। বেগুনের স্বাদ আরো এক ধাপ বাড়াতে তুলে ধরা হলো বেগুন বাহারের রেসিপি।

যা যা লাগবে ঃ ছোট বেগুন ৪টি, পেঁয়াজ বাটা ১ চামচ, আদা বাটা ১ চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চামচ, ধনে গুড়া আধা চামচ জিরা বাটা ১ চামচ, গরম মশলা বাটা আধা চামচ, কাঠ বাদাম ১ চামচ, কিসমিস বাটা ১ চামচ, ঘি ১ চামচ, তেল ২ চামচ, ধনেপাতা কুচি আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন ঃ বেগুনের নিচের দিকে চিড়ে নিন। লবণ, হলুদ ও মরিচের গুড়া সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে বেগুনের গায়ে মেখে ১ ঘন্টা রেখে দিন। এরপর ফ্রাইপনে তেল দিয়ে অল্প তাপে বেগুন ভেজে নিন। ভাজার সময় খেয়াল রাখবেন ভাজা যেন কড়া না হয়। বেগুন ভাজা তুলে তাতে ঘি ও বাকি তেল দিয়ে গরম করুন। তাতে পেঁয়াজ বাটা ও আদা বাটা, লবণ ও গুড়া মশলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে টকদই, বাদামবাটা ও কিসমিস দিয়ে মাখিয়ে নিন। তেল উঠে এলে অল্প জল দিয়ে নিন। কষানো মশলা ঘন হয়ে এলে ভাজা বেগুন গুলো দিয়ে অল্প তাপে ৫ থেকে ৬ মিনিট ঢেকে রাখুন। ধনে পাতা দিয়ে নামিয়ে নিন। পোলাও, গরম ভাত কিংবা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করুন বেগুন বাহার।

এমডি ও এমএস-এর দ্বিতীয় কাউন্সেলিংয়ের দিনক্ষণ বদল, নতুন তারিখ ২৪ ও ২৫ এপ্রিল

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.)।। এমডি ও এমএস-এ ভর্তিতে ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয় কাউন্সেলিংয়ের তারিখ বদলে গিয়েছে। ২২ এবং ২৩ এপ্রিল অর্থাৎ আজ ও আগামীকাল দ্বিতীয় কাউন্সেলিংয়ের দিন ধার্য হয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই কাউন্সেলিং হবে ২৪ এবং ২৫ এপ্রিল।

চাকরিরত সরকারি ডাক্তারদের ট্রেনি রিজার্ভ সংরক্ষণ নিয়ে সমস্যা আপাতদৃষ্টিতে মেটার পর কাউন্সেলিং নিয়ে শুরু হয়েছিল আর এক প্রস্থ গণ্ডগোল। দিনক্ষণ সুবিধা মতো না হওয়ায় বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সমস্যায় পড়তে হত। ক'দিন আগে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এবং উপাচার্যের ঘরের সামনে এই কারণে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান ছাত্রছাত্রীরা। চলে অবস্থান-বিক্ষোভ ও ধর্না কর্মসূচি।

ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, প্রথম কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে এমডি ও এমএস আসনে ৪০টির কিছু বেশি সিট ফাঁকা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে সর্বভারতীয় কোটা থেকে ফেরত আসা কমপক্ষে আরও ১০০টি আসন। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫০টি আসন নিয়ে দ্বিতীয় কাউন্সেলিং হওয়ার কথা।

এমডি ও এমএস-এর সর্বভারতীয় পরীক্ষাটি হয়েছিল গত জানুয়ারির প্রথম দিকে। ওই মাসেই ফল প্রকাশ হয়। এর পর প্রথম দফার কাউন্সেলিংয়ের পর প্রায় আড়াইশ আসনে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। এর একাংশ সরকারি চিকিৎসকদের জন্য সংরক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গের ১১টি কলেজে এমডি, এমএস-এর এই ভর্তি হবে। কিন্তু, রাজ্যের স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় অপরিকল্পিতভাবে ২২ এবং ২৩ এপ্রিল দ্বিতীয় কাউন্সেলিংয়ের দিন ধার্য করে। ফলে ফেরত আসা আসনগুলিতে ভর্তির জন্য মেধা যাচাইয়ের সুযোগ আবেদনকারীরা হারাচ্ছিলেন। এসইউসিপন্থী চিকিৎসক সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস ''হিন্দুস্থান সমাচার'-কে এ কথা জানিয়ে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের দাবি সঙ্গত। কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত বিষয়টি বিবেচনা করে কাউন্সেলিংয়ের তারিখ বদল করেছেন। এটাই আশার কথা।'' আবেদনকারী চিকিৎসকদের বক্তব্য, "বিশ্ববিদ্যালয়ে হইচই করার পরেও কাজ না হওয়ায় আমরা রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠির সঙ্গে দেখা করি। গোটা বিষয়টি তাঁকে জানাই। এর পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ড্যামেজ কন্টোলে নামে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়। চাপে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় মাথা নত করে। ২২ এবং ২৩ এপ্রিলের ওই নির্দেশনামা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। পরে ঘোষণা হয় পরিবর্তিত তারিখ।ড্র' এ বিষয়ে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ রাজেন পাণ্ডে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার কথা শুনেছি। সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সোমবার আগরতলায় রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ। নিজস্ব ছবি।

নেপালে রানওয়ে থেকে পিছলে গেল বিমান

কাঠমান্ডু, ২২ এপ্রিল (হি.স.)।। রানওয়ে থেকে পিছলে গিয়ে বিপত্তি। একটুর জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াল যাত্রীবাহী বিমান। সোমবার সকালে নেপালের রামেছাপ জেলার মাম্বুলি বিমানবন্দর এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকল। ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই। বিমানের সমস্ত যাত্রী এবং বিমানকর্মীরা নিরাপদে রয়েছেন বলে সূত্রের তরফ থেকে জানা গিয়েছে।

বিমানটি তারা এয়ারক্রাফট-র বিমান বলে জানা গিয়েছে। নাইনএন-এককে বিমানটি সলুখাম্বা থেকে রামেছাপে পৌঁছনোর পরই দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার পর বিমানবন্দরটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইয়েতি এয়ারলাইন্স র তরফ থেকে টুইট করে জানানো হয়, ডোরনিয়ার এয়ারক্রাফট রানওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বিমানের সমস্ত যাত্রী এবং বিমানকর্মীরা নিরাপদে রয়েছেন। রামেছাপের মাম্বুলি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিমানটি রানওয়ে থেকে সরিয়ে রাখে। সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অফ নেপাল(সিএএএন) মাম্বুলি বিমানবন্দর পরিদর্শনে যাবে বলে জানা গিয়েছে।

মনোজ তিওয়ারির রোড শো-তে স্বপ্না চৌধুরি, জল্পনা

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি. স.)।। সোমবার মনোনয়ন জমা দিলেন উত্তর-পূর্ব দিল্লির বিজেপি প্রার্থী মনোজ তিওয়ারি। মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে রোড শো করেন বিজেপি প্রার্থী। এদিন ভোজপুরি অভিনেতা ও রাজনীতিক প্রার্থীর রোড শোয়ে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজয় গোয়েল। কিন্তু আরও বড় চমক ছিল অন্য জায়গায়। তাঁর রোড শো-এ এদিন দেখা গেল হরিয়ানার অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী স্বপ্না চৌধরিকে। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় জল্পনা। কিন্তু শিল্পী জানান, মনোজ তিওয়ারি তাঁর খুব ভালো বন্ধু তাই মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিনি।

দিনকয়েক আগেই নৃত্যশিল্পী তথা বিগ বসের প্রতিযোগী স্বপ্না চৌধরির কংগ্রেসে যোগ দেওয়া নিয়ে চলছিল জোর জল্পনা। এমনকি এ বিষয়ে স্বপ্নার বিরুদ্ধে কটূক্তি করে উত্তর প্রদেশের বাল্লিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক সুরেন্দ্র সিং বলেছিলেন, ড্র'নর্তকী স্বপ্নাকে বিয়ে করে রাহুল গান্ধীর পরিবারের ঐতিহ্য বজায় রাখা উচিত। রাজীব গান্ধী যেমন ইতালি থেকে নর্তকী সনিয়াকে বিয়ে করেছেন, সেই পথেই যাচ্ছে পুত্র রাহুলও।' তবে, সেই সময় সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে হরিয়ানার অভিনেত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন কংগ্রেসে যোগ দেননি তিনি। এদিন উত্তর-পূর্ব দিল্লির বিজেপি প্রার্থী অভিনেতা মনোজ তিওয়ারির মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনে তাঁর রোড শো-এ ফের দেখা গেল হরিয়ানার অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী স্বপ্না চৌধরিকে। এব্যাপারে বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে এদিনও তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বিজেপিতে যোগ দেননি তিনি। মনোজ তিওয়ারি তাঁর খুব ভালো বন্ধু তাই মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলে জানান স্বপ্না চৌধরি।

কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর মনোনয়ন বৈধ : ঘোষণা আমেঠির রিটার্নিং অফিসারের

লখনউ, ২২ এপ্রিল (হি.স.)।। উত্তর প্রদেশের আমেঠি লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর মনোনয়ন পত্র নিয়ে অবশেষে জট কাটল। সোমবার আমেঠি কেন্দ্রে রাহুল গান্ধীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করলেন আমেঠির রিটার্নিং অফিসার। আমেঠিতে রাহুলের প্রার্থী পদের মনোনয়ন নিয়ে অসঙ্গতির অভিযোগ করেছিলেন নির্দল প্রার্থী ধ্রুব লাল। সেই নিয়ে রাহুল গান্ধীর মনোনয়নের বৈধতা আরও একবার পরীক্ষা করার দাবি করেন তিনি। এরপর এদিন তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে জল্পনার অবসান ঘটিয়ে কংগ্রেস সভাপতির মনোনয়ন বৈধ বলে জানিয়ে দিলেন রিটার্নিং অফিসার রাম মনোহর মিশ্র।

ঘোষণার আগেই এদিন রাহুল গান্ধীর আইনজীবী কে সি কৌশিক বলেন, ড্র'কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৫ সালে এম.ফিল উত্তীর্ণ হন রাহুল গান্ধী, আমি তাঁর সংসাপত্রের একটি কপি পেশ করেছি। রউল ভিন্সি কে বা কোথা থেকে এসেছেন আমি জানি না।ড্র' প্রসঙ্গত, আমেঠিতে রাহুলের প্রার্থী পদের মনোনয়ন নিয়ে অসঙ্গতির অভিযোগ করেন নির্দল প্রার্থী ধ্রুব লাল। ধ্রুব লালের আইনজীবী রবি প্রকাশ জানান, ইংল্যান্ডে পেশ করা একটি শংসাপত্রে নিজেকে ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন রাহুল গান্ধী। একজন অ-ভারতীয় নাগরিক কী করে দেশের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। শনিবার রাহুল গান্ধীর আমেঠি কেন্দ্রে মনোনয়ন পত্রের বৈধতা যাচাইয়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন উত্তরপ্রদেশের আমেঠির রিটার্নিং অফিসার রাম মনোহর মিশ্র। তাঁর নাগরিকত্ব ও শিক্ষাগত যোগ্যতার নথি নিয়ে অভিযোগ ওঠায় ২২ এপ্রিল পর্যন্ত তা স্থগিত করে দেয় নির্বাচন কমিশন।

এদিন কংগ্রেস সভাপতির পক্ষের আইনজীবী কে সি কৌশিক জানান, ড্র'রাহুল গান্ধী ভারতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর ভারতীয় পাসপোর্ট রয়েছে, তিনি অন্য কোনও দেশের নাগরিকত্ব কখনওই গ্রহণ করেননি। তাঁর পাসপোর্ট, ভোটার আইডি এবং আয়কর, সমস্তই ভারতের।ড্র' এরপরই আমেঠি কেন্দ্রে তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেন আমেঠির রিটার্নিং অফিসার রাম মনোহর মিশ্র।

বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে সব ধরনের উদ্যোগ চান ব্রুনেইয়ের সুলতান

মনির হোসেন, ঢাকা, ২২ এপ্রিল।। মিয়ানমারে নির্যাতনের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের নিজভূমে ফেরত পাঠাতে 'সব ধরনের উদ্যোগ' নেওয়া উচিৎ বলে মনে করছেন ব্রুনেই সুলতান হাজি হাসানাল বলকিয়া।ব্রুনেইয়ের রাজধানী বন্দর সেরি বেগওয়ানে সোমবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বি-পক্ষীয় বৈঠকে সুলতান বলকিয়ার এই মত প্রকাশ করেন।

সুলতানের বাসভবন ইস্তানা নুরুল ইমানের চেরাদি লায়লা কেনচানায় শেখ হাসিনার সঙ্গে এই বৈঠক হয় বলে পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক সাংবাদিকদের জানান।দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে (সুলতান) বেশ বড় একটা বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের সবাই মিলে একটা সমাধানে আসা উচিৎ। আমাদের সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ, যাতে তারা ফিরে যেতে পারে।

২০১৭ সালের আগস্টে মিয়ানমারের রাখাইনে সেনাবাহিনীর দমন অভিযান শুরুর পর সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। তার আগে গত কয়েক দশকে এসেছে আরও চার লাখ রোহিঙ্গা।রাখাইনে রোহিঙ্গাদের গ্রামে গ্রামে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর অভিযানকে 'জাতিগত নির্মূল অভিযান' হিসেবে বর্ণনা করেছে জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা দেশগুলো। তবে মিয়ানমার সেসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

মিয়ানমার বলে আসছে, তাদের নাগরিকদের মধ্যে যারা বাংলাদেশে আছে, যাচাই বাছাই করে তাদের ফিরিয়ে নিতে তারা তৈরি আছে।কিন্তু জাতিসংঘ বলছে, মিয়ানমারে এখনও রোহিঙ্গাদের ফেরার মত অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। আর রোহিঙ্গারা বলছে, নিরাপত্তার পাশাপাশি নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা পেলেই কেবল তারা ফিরে যাওয়ার কথা ভাববে।

রোহিঙ্গাদের ফেরার মত অনুকূল পরিবেশ যেন মিয়ানমার তৈরি করে, সে বিষয়ে তাদের চাপ দিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কূটনৈতিক যোগাযোগ চালিয়ে আসছে বাংলাদেশ।

শহীদুল হক বলেন,আমাদের প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা ইস্যুতে আসিয়ানের বড় ইনভলভমেন্ট চেয়েছেন এবং এ ব্যাপারে ব্রুনেইয়ের সুলতানের সহযোগিতা কামনা করেছেন।আর সুলতান রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে আসিয়ানের ইনভলভমেন্টের কথা বলেছেন আসিয়ান হিউম্যানেটেরিয়ান সেন্টারের কনটেক্সটে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোট আসিয়ানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক শক্তিশালী করার ব্যাপারে ব্রুনেই সবসময় সহায়তা করে যাবে- এমন আশ্বাস সুলতানের তরফ থেকে এসেছে বলে জানান পররাষ্ট্র সচিব।

সুলতানের আমন্ত্রণে তিন দিনের সরকারি সফরে রোববার বন্দর সেরি বেগওয়ানে পৌঁছান শেখ হাসিনা। সোমবার সকালে তিনি সুলতানের বাসভবনে পৌঁছালে প্রটোকল ভেঙে এগিয়ে এসে সুলতান বলকিয়ার ও যুবরাজ হাজী আল মুহতাদি বিল্লাহ তাকে স্বাগত জানান।

রাজ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পর সুলতানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর। বৈঠক শেষে তাদের উপস্থিতিতে ছয়টি সমঝোতা স্মারকে সই ও একটি কূটনৈতিক নোট বিনিময় হয়।

পররাষ্ট্র সচিব বলেন,গত নির্বাচনে জিতে টানা তৃতীয়বারের মত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান সুলতান। তিনি বলেন, এটা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে জনগণের রায়।দুই দেশের সম্পর্কের সম্প্রসারণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এই সফর মাইলফলক হয়ে থাকবে বলেও মন্তব্য করেন সুলতান।

পররাষ্ট্র সচিব বলেন, দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোর যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, সে বিষয়টি বৈঠকে তুলে ধরেন সুলতান বলকিয়া। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বাংলাদেশের চলমান আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সুলতানের সঙ্গে বৈঠকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছয়টা প্রস্তাব দিয়েছেন।তিনি বলেছেন, দুদেশের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। এজন্য দুদেশের মধ্যে একটা প্রেফারেনশিয়াল ট্রেড অ্যারেঞ্জেমেন্ট করার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করা যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দুদেশের মধ্যে জয়েন্ট কমিশন করার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে আলোচনা করা দরকার। পাটজাত পণ্য, কৃষি পণ্য, সফটওয়্যার, জাহাজ, সিরামিক এসব পণ্যের কথাও তিনি তুলে ধরেছেন।

সুলতান এসব ব্যাপারে খুব ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন জানিয়ে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, বাংলাদেশে যে ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে সেখানে -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

সোমবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সরকারী শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ। নিজস্ব ছবি।

প্রচারে বেরিয়ে আক্রান্ত সিপিআইএম প্রার্থী চাঞ্চল্য সুতাহাটায়

সুতাহাটা, ২২ এপ্রিল (হি. স.)।। সোমবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটায় এক নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী সেক ইব্রাহিম আলী।এদিনের এই ঘটনার পর জেলার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ সুতাহাটা ব্লকের অন্তর্গত বারোতলা এলাকায় স্থানীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনী প্রচার সারছিলেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী সেক ইব্রাহিম আলী।এই প্রচারে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম থেকে নির্বাচিত হওয়া হলদিয়ার বিধায়িকা তাপসী মন্ডল।এ দিন যখন বারোতলা এলাকায় থেকে সিপিআইএমের প্রচার মিছিল যাচ্ছিল ঠিক তখন মিছিলে থাকা কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কটুক্তি করতে থাকেন বেশ কয়েকজন মদ্যপ দুষ্কৃতী।এরপর ওই কটুক্তিতে কান না দিয়ে নিজেদের প্রচার মিছিল এগিয়ে নিয়ে যান নেতৃত্বরা। মিছিল করে ফের যখন ওই পথে পুনরায় ফিরে আসেন সিপিআইএমের কর্মী-সমর্থক ও নেতারা ঠিক তখনই মিছিলে থাকা বেশ কয়েকজন নেতার ওপর চড়াও হয় ওই মদ্যপ দুষ্কৃতীরা।এমনকি প্রার্থী সেক ইব্রাহিম আলী ও স্থানীয় বিধায়িকা তাপসী মন্ডলকেও হেনস্থার স্বীকার হতে হয় এই ঘটনায়।

সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, এরপরে যখন স্থানীয়গ্রামবাসীরা ওই সকল মদ্যপ দুষ্কৃতীদের প্রতিহত করতে উদ্যত হয় ঠিক তখনই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতীরা।এদিনের এই ঘটনায় আহত হন সিপিআইএমের বেশকয়েকজন কর্মী।তাদের স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।তবে এদিনের এই হামলার ঘটনায় সম্পূর্ণভাবে তৃণমূলকেই দায়ী করছেন সিপিআইএম নেতৃত্বরা।জেলা সিপিআইএম নেতৃত্বদের দাবী, এই ঘটনা সম্পূর্ণভাবে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরাই ঘটিয়েছে।তবে এই অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল।তাদের দাবী, সিপিআইএমের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এরূপ ঘটনা ঘটেছে।

এদিনের এই ঘটনার পর স্থানীয় সুতাহাটা থানায় এবং জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানান প্রার্থী ইব্রাহিম আলি।তবে এ পর্যন্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোনো গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি।এবিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছেও অভিযোগ জানাবেন বলে জানান ইব্রাহীম আলী।তিনি আরও জানান, "এদিনের আমাদের প্রচার মিছিলের জন্য সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েছে।তা সত্ত্বেও এদিন আমাদের মিছিলের ওপর চড়াও হয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।" তার দাবী, "এদিন যেসকল দুষ্কৃতীরা এই মিছিলের ওপর চড়াও হয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি আঁকা গেঞ্জি পরেছিল।তাই এক্ষেত্রে তৃণমূল ছাড়া আর কেউ এ ঘটনা ঘটাতে পারে না।"পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সিপিএমের সম্পাদক নিরঞ্জন সিহি জানান, "এই ঘটনা সম্পূর্ণভাবে তৃণমূল চক্রান্ত করে ঘটিয়েছে।আগামীদিনে নির্বাচন কমিশন যদি সঠিক ভোট করতে ব্যাবসা গ্রহণ করে তাহলে তৃণমূলের এই চক্রান্ত আর কাজে দেবে না এবং সঠিকভাবে নির্বাচন হবে।"

ওআইসির ৫ রাষ্ট্র নিয়ে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ফোরাম গঠনের প্রস্তাব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২২ এপ্রিল।। বাংলাদেশ ও ব্রুনাইসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চলের ইসলামি সহযোগিতা সংস্থাভুক্ত (ওআইসি) পাঁচটি রাষ্ট্র নিয়ে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ফোরাম গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সোমবার ব্রুনাইয়ের রাজধানী বন্দর সেরি বেগওয়ানে দেশটির সুলতান হাজি হাসানাল বলকিয়ার সাথে তার সরকারি বাসভবন ইস্তানা নুরুল ইমানে আলোচনাকালে তিনি এ প্রস্তাব দেন।

আলোচনা শেষে পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হক সাংবাদিকদের বলেন, প্রস্তাবিত আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ফোরামে দক্ষিণ এশিয়া থেকে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই সদস্য হবে।এ প্রস্তাবের জবাবে ব্রুনাইয়ের সুলতান আশ্বাস দেন যে তিনি বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করবেন।এছাড়া, বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকটসহ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং আন্তর্জাতিক উদ্বেগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ও ব্রুনাইয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা জোরদার করতে আরও কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি দুই দেশের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে একটি অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রস্তাব রেখেছেন। সেই সাথে তিনি দুই দেশের মধ্যে একটি যৌথ কমিশন গঠনে আলোচনা চালানোর প্রস্তাব দিয়েছেন।

শেখ হাসিনা পাট ও পাটজাত পণ্য, সফটওয়ার, কৃষি পণ্য, সিরামিক ও থালাবাসন, জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও পর্যটন খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছেন।তিনি বলেন, সরকার শিল্প পার্ক স্থাপন করছে যেখানে ব্রুনাইয়ের উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করতে পারেন।শেখ হাসিনা দ্বৈত কর এড়ানোর পাশাপাশি বিনিয়োগের পারস্পরিক প্রচার ও সুরক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী ব্রুনাইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতে অগ্রাধিকার দেন এবং বলেন, স্বাস্থ্য পেশাজীবী নিয়োগ ও ওষুধ খাতে দুই দেশের মধ্যে বড় ধরনের সহযোগিতা গড়ে তোলা যেতে পারে।

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ : বাকবিতণ্ডা অব্যাহত জয়া প্রদা ও আজম খানের

লখনউ, ২২ এপ্রিল (হি. স.)।। বাবার পর এবার ছেলে। উত্তরপ্রদেশের রামপুর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী জয়া প্রদা সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করলেন সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র নেতা আজম খানের পুত্র আবদুল্লা আজম খান। এই নিয়ে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত জয়া প্রদা ও আজম খানের মধ্যে এবং সেইসঙ্গে বিজেপি এবং সপা-র মধ্যে। সোমবার রামপুরে বিজেপি প্রার্থী জয়া প্রদারকে "আনারকলি" বলে কটূক্তি করেন আবদুল্লা। পাল্টা জয়া প্রদাও বলেন, আবদুল্লার কাছ থেকে এমন মন্তব্য আশা করেননি তিনি। সমাজের নারীজাতিকে এই দৃষ্টিতেই দেখেন এরা, বলেও মন্তব্য করেছেন জয়া।

এর আগে সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবের উপস্থিতিতে এক নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে খান জয়া প্রদা সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছিলেন আজম খান। এসপি নেতা ওই সমাবেশে বলেছিলেন, ড্র'আমিই জয়া প্রদাকে রামপুরে এনেছিলাম। আপনারাই সাক্ষী রয়েছেন যে আমি কাউকে তাঁর শরীর স্পর্শ করার সুযোগ দেইনি। জয়ার প্রকৃত স্বরূপ চিনতে ১৭ বছর সময় লেগেছে, কিন্তু আমি মাত্র ১৭ দিনেই তাঁকে চিনতে পেরেছি।ড্র' এরপর জয়া প্রদার বিরুদ্ধে এদিন ফের তাঁর ছেলে আবদুল্লা -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

জিবিতে সাফাই অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। দ্য সোশ্যাল ডান্স একাদেমি সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবে বেশকিছু সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এরই অঙ্গ হিসেবে একাডেমিক স্বেচ্ছা সেবিরা সোমবার রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে সাফাই অভিযান সংগঠিত করে। এছাড়াও আগামী ১লা মে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। নবপ্রান্তিক অনাথ আশ্রম ও বৃদ্ধাশ্রমে খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে একাডেমির সদস্যরা অংশ নেবে বলে জানান সংগঠনের কর্মকর্তারা।

একজন

● প্রথম পাতার পর

ঝরণা ঋষিদাস অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। এদিকে সুদেব দেবনাথ এর স্ত্রী সবিতা দেবনাথ নির্মল ঋষিদাসের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভোট কর্মীদের

● প্রথম পাতার পর

ভোটের সাথে সকলে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করুন। ভোটারদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় এবং গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসবে সৎ এবং নির্ভয়ে অংশ নিন। কারণ, ত্রিপুরায় অবাধ, শান্তিপূর্ণ ভোটের ঐতিহ্য রয়েছে। ওই ঐতিহ্যকে কোনওভাবে কলঙ্কিত হতে দেবেন না, আর্জি জানান মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

আটের পাতার পর।। কারণে এই সময় কাজের মধ্যে রক্তদান শিবিরের সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে। এর ফলে রাজ্যের হাসপাতালগুলির ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এর ফলে, দুর্ঘটনায় ব্যতিত রোগী থেলাসেমিয়া রোগি, ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী সহ অন্যান্য যাদের রক্তের প্রয়োজন তারা সঙ্কটে পড়েছেন। এই সঙ্কট থেকে উত্তোরনের জন্য রক্তদান খুবই জরুরি। কর্মচারী সমিতি এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রক্তদানের মতো মহতি কাজে এগিয়ে এসেছে। এজন্য উদ্যোক্তাদের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। অন্যান্য সংস্থা, ক্লাব ও সকল স্তরের জনগণকে চারমাস অন্তর অন্তর রক্তদানে এগিয়ে আসতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার রক্তদানকে উৎসবে পরিণত করার লক্ষ্যে কেলেন্ডার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সেই কর্মসূচি রূপায়ণে তিনি সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা, কর্মচারী সমিতির সভাপতি শান্তিরঞ্জন দেবনাথ প্রমুখ।

ডিজিপি

● প্রথম পাতার পর

প্রত্যেকটি থানা এবং জেলা সদরে পর্যান্ত পুলিশ রিজার্ভে রাখা হয়েছে। ফলে, ভোট প্রক্রিয়ায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই, অভয় দিয়ে বলেন ত্রিপুরার ডিজিপি।

তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন, নির্ভয়ে ভোট দিতে যান। সাথে সতর্ক করে দেন, কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না। কাউকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতেও বাধা দেবেন না। এমন কোনও অপরাধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরা পূর্ব আসনে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনও গণ্ডগোল হলে তা শক্ত হাতে দমন করা হবে। পাশাপাশি তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, গুজবে কেউ কান দেবেন না । অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা নজরে আসলে তা পুলিশকে জানাবেন । এদিন প্রত্যয়ের সাথে তিনি বলেন, নির্বিঘ্নে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ত্রিপুরা পুলিশ ও নির্বাচন কমিশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সমিতির

দুয়ের পাতার পর

'লিভ রুলস'কে'ও অস্বীকার করছে। লিভ রুলসের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন ভেকেশনাল স্টাফকে যদি ভেকেশানে কোন সরকারি কাজে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে ঐ কর্মীকে নির্দিষ্ট সুত্রানুযায়ী অর্জিত ছুটি প্রদান করতে হয়। অথচ, এই স্বৈরাচীরী নির্দেশিকা অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকারা গ্রীষ্মবকাশে সময় প্রতি দুইদিন কাজ করলে মাত্র একদিন কমপেনসেটারি লিভ পাবেন। এই লিভ বর্তমান বথছরই ডিডিও-র অগ্রিম অনুমতি নিয়ে ভোগ করে নিতে হবে, নতুবা নষ্ট হয়ে যাবে।

গ্রীষ্মবকাশের সময় যারা ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূলায়ন করবেন তারা অর্জিত ছুটি পাবেন। আর যারা বিদ্যালয়ে পাঠদান করবেন তারা অর্জিত ছুটি থেকে বঞ্চিত হবেন। আমরা এই ধরনের বৈষম্যকে কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

গ্রীষ্মবকাশের সময় ছাত্র ছাত্রীদের টিফিন, অন্যান্য বাবদ যথেষ্ট খরচের কথা বলা হয়েছে। বিদ্যালয়কে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে পরবর্তী সময়ে শিক্ষাদপ্তর আর্থিক দায়িত্ব বহন করে না।

ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি (এইচ বি রোড) শিক্ষাদপ্তরের স্বৈরাচীরী, অমানবিক, অযৌক্তিক, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বিরোধী, খামখেয়ালিপূর্ণ এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং অবিলম্বে এই 'স্মারকলিপি' প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। নতুবা আগামীদিনে বৃহৎ প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করবে।

কমিউনিস্ট

● প্রথম পাতার পর

করতে হবে। গণসংগঠনগুলিকে মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে। পার্টির বিপ্লবী বক্তব্যকে মুখপত্রের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছাতে হবে। আর এ কাজ করতে হবে পার্টির সদস্যদেরই। সর্বোপরী তিনি এদিন হলসভায় মূলত গুরুত্বারোপ করেছেন জনসংযোগের উপরই। এদিন সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিপিএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌতম দাসও।

এদিকে, লেলিনের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে মূল অনুষ্ঠানটি হয় সিপিআইএম রাজ্য কার্যালয়ে। এখানে লেলিনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিজন ধর সহ অন্যান্যরা। এদিকে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির অফিসেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা সম্পাদক পবিত্র কর। শঙ্কর প্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকেও দিবসটি পালনের খবর মিলেছে।

কমিশন

আটের পাতার পর।। শুক্রবার (২৬ এপ্রিল)।

বিবেক ওবেরয় অভিনীত ছবি 'পিএম নরেন্দ্র মোদী' নিয়ে সোমবার সকালে মুখ বন্ধ খামে সুপ্রিম কোর্টে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের বিস্তারিত রিপোর্ট জমা পড়ার পর শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, আবেদনকারীদের (ছবির প্রযোজক) কাছেও রিপোর্ট পেশ করা হবে। উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত 'পিএম নরেন্দ্র মোদী' ছবির বায়োপিক মুক্তিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। গত ১৫ এপ্রিল নির্বাচন কমিশনকে এই নির্দেশ পুনরায় ভাবনা চিন্তা করতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এরপর সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বায়োপিক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিল সুপ্রিম কোর্ট।

মায়াবতির

আটের পাতার পর।। মোদীর হাত রয়েছে বলে দাবি করেছেন বসপা সুপ্রিমো মায়াবতী। ট্যুইটারে মায়াবতী লেখেন, মিডিয়ার সমালোচনার সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছ ভাবে কাজ করতে পারছে না। যা দেশের গণতন্ত্রের জন্য চিন্তার বিষয়। নির্বাচন কমিশনের এই পতনের জন্য দায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং।

অন্যদিকে এদিন কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাধ্বী প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগকে খণ্ডন করেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ উ তিনি বলেন, হিন্দু সন্ত্রাসবাদের নাম করে সাধ্বী প্রজ্ঞা সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছিল। আদালতে আইনি প্রক্রিয়ায় তা অসত্য প্রমাণিত হয়েছে।

অর্জন

সাতের পাতার পর।। এদিনের জয়ে ক্লপ শিষ্যরা ম্যানসিটি থেকে দুই পয়েন্ট এগিয়ে গেল। যদিও পেপ গার্দিওলার অধীনে সিটি তাদের থেকে একটি ম্যাচ কম খেলেছে। আর লিগে এখন অ্যানফিল্ডের দলটি হার্ডাসফিল্ড, নিউক্যাসেল ও উলভসের বিপক্ষে খেলবে। এছাড়া এই মৌসুমে যদি দলটি তারা চ্যাম্পিয়ন হয়, তবে ১৯৮৯-৯০ মৌসুমের পর প্রথমবার ট্রফির চুমু খাবে।

হামিদ

সাতের পাতার পর।। আলী খালি, করিম জানাত ও সৈয়দ শিরাজদ। তাদের অবশ্য বিশ্বকাপের রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে রাখা হয়েছে।

আগামী ৩০ মে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ মাঠে গড়াবে। আর ১ জুন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে আফগানরা।

আফগানিস্তান দল: গুলবাদীন নাঈব (অধিনায়ক), মোহাম্মদ শাহজাদ (উইকেটরক্ষক) নুর আলী জাদরান, হযরতউল্লাহ জাজাই, রহমত শাহ, আসগর আফগান, হাশমতউল্লাহ শহিদী, নাজিবুল্লাহ জাদরান, সামিউল্লাহ শিনওয়ারী, মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান, দাওলাত জাদরান, আফতাব আলম, হামিদ হাসান, মুজিব উর রহমান।

সুলতান

পাঁচের পাতার পর।। ব্রুনেইয়ের ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করতে পারে বলে সুলতানকে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে দুই দেশের মধ্যে দ্বৈত কর পরিহারের ওপরও জোর দিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতের কথা উল্লেখ করে বিশেষ করে ফার্মাসিউটিক্যালসে ব্রুনেইয়ের সঙ্গে বড় ধরনের সহযোগিতা হতে পারে বলে তিনি মত দিয়েছেন।

পররাষ্ট্র সচিব জানান, দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগ চালুর বিষয়টি দুই নেতার কথাতেই এসেছে। প্রবাসী শ্রমিকদের ব্যাপারে একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ করার প্রস্তাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

নন-উইপেন রিলেটেড অঞ্চলে সামরিক সহযোগিতার বিষয়ও আলোচনায় এসেছে। হিউম্যানিটি, অপারেশন্স, নলেজ শেয়ারিং সুলতানও কিন্তু শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অবদানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

ওআইসির সদস্য দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাঁচ রাষ্ট্র বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, ব্রুনেই ও ইন্দোনেশিয়া মিলে একটি অর্থনৈতিক জোট গড়ার সম্ভাবনার কথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকে বলেন।তিনি ব্রুনেইয়ের সুলতান ও তার স্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালে সুলতান তা গ্রহণ করেন বলে পররাষ্ট্র সচিব জানান।সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ের সময় প্রেস সচিব ইহসানুল করিম ও স্পিচ রাইটার নজরুল ইসলামও উপস্থিত ছিলেন।

রোববার ব্রুনেই পৌঁছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। পরে বাংলাদেশ হাই কমিশনারের দেওয়া নৈশভোজে অংশ নেন।সোমবার বিকালে এম্পায়ার হোটেলে ব্রুনেই ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনুষ্ঠেয় এক বৈঠকে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। পরে তিনি জামে আসর মসজিদ পরিদর্শন করবেন এবং সেখানে আসরের নামাজ আদায় করবেন। রাতে সুলতানের দেওয়া ভোজসভাতেও তিনি যোগ দেবেন।

মঙ্গলবার সকালে ব্রুনেইয়ের রাজধানীর কূটনৈতিক এলাকা জালান কেবাংসানে বাংলাদেশ হাই কমিশনের নতুন চ্যান্সেরি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন শেখ হাসিনা। পরে তিনি রয়েল রেজালিয়া জাদুঘর পরিদর্শন করবেন।সেদিন স্থানীয় সময় বিকাল ৫টায় ঢাকার উদ্দেশে ব্রুনাই ছাড়বেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যায় ঢাকা পৌঁছানোর কথা রয়েছে তার।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

তেল ভরার কথা বলে টাকা নেয় জয়কে খোজ করার জন্য বলেও জানা জয়ের মা লীলা দত্ত।

জয়ের মা লৌলা দত্ত জানান ২০ তারিখ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোজাখুজি করার পরও তার ছেলে জয়কে না পেয়ে পশ্চিম থানায় একটি মিসিং ডাইরী করেন। কিন্তু তিন দিন পর্যন্ত তার কোন হদিশ পায়নি। অবশেষে ২৩ তারিখ স্থানীয় মণ্ডল থেকে খবর আসে যে জিবিতে একটি মরদেহ আছে আপনি গিয়ে খোজ নিয়ে দেখতে পারেন সেটি আপনার ছেলে কিনা। তারপর তিনি জিবি হাসপাতালে গিয়ে তার ছেলের মরদেহ সনাক্ত করেন। যে তিনজন জয়দীপ লাল, ঋতুরাজ এবং সাগনিক জয়কে খোঁজার জন্য উনার কাছ থেকে টাকা নেন তারাই যে তার ছেলেকে খুন করেছে তা উনার জানা ছিলনা, তিনি বলেন এরাই প্রকৃত খুনী। এদিকে সাগনিক পুলিশের সামনে তার বয়ানে বলে যে তার দুই বন্ধু তাকে লেইকে স্নান করতে গেলে জলে নামতে বারন করে বলে তাদের কোন একজনকে জলের নীচ থেকে কিসে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তখন সে তার বন্ধুকে জলে ডোবা থেকে বাঁচাতে অন্য লোকজনদের ডাকতে গেলে ঋতরাজ তাঁকে বাধা দিয়ে কাউকে ডাকতে বারন করে এবং তার অন্যথায় তাকে গলাটিপে মেরে ফেলবে বলে হুমতিও দেয় বলে জানায় জয়ের মা লিপি দত্ত। ছেলেকে হারিয়ে নিথর মা লিপি দত্ত বাবা নারায়ন দত্ত পরবর্তীতে পূর্ব থানায় তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু ঘটনার ১ মাস অতিক্রান্ত হলেও পুলিশের তদন্তের কোন অগ্রগতি নেই। নাই এ সম্পর্কীয় কোন তথ্যও। খুনের কিনারা আদৌ হবে কিনা এ নিয়ে রয়িছে জনমনে সংশয়। পুত্র হারা মা পাবে কি তার ছেলের বিচার?

পুড়ে ছাই

আটের পাতার পর।। সক্ষম হয়। ২টি ঘর, নগদ ৫০ হাজার টাকা, ৪ টি খাট, ৬ ভরি স্বর্নালঙ্কার সহ ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র আগুনে পুঁড়ে ছাঁই হয়ে যায়। ক্ষতির পরিমান আনুমানিক সাত লক্ষাধিক টাকা। আগুন লাগার কারন জানা যায়নি। খবর পেয়ে ছুটে আসেন বাড়ীর মালিক নজরুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী রেহেনা বেগম। তাদের পরিহিত বস্ত্র ব্যাতিত অবশিষ্ট কাপড় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সর্বস্ব খুঁইয়ে তারা কান্নায় ভেঙ্গে পরেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্রও আগুনে পুড়ে ছাঁই হয়ে যায়।

ইসলাম

তিনের পাতার পর।। শহিদউদ্দীন চৌধুরী অ্যানি, বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতা আসাদুজ্জামান রিপন, আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন, ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হাসান।উপস্থিত ছিলেন,কেন্দ্রীয় নেতা হাবিবুর রহমান হাবিব, জবি ছাত্রদল সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ফয়সাল আহমেদ সজলসহ কয়েক হাজার নেতাকর্মী।

খানের

পাঁচের পাতার পর।। আজম খান বললেন, 'আমরা আলীকেও চাই, বজরংবলিকেও চাই, শুধু আনারকলিকে চাই না।' উল্লেখ্য, এর আগে বিজেপি প্রার্থী জয়া প্রদা সমাজবাদী পার্টির আইন প্রণেতা হিসেবে রামপুর কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কিন্তু এখন ওই একই কেন্দ্র থেকে জয়া বিজেপির প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন। এদিন পাল্টা জয়া প্রদা বলেছেন, 'বাবা বলেছেন আমি "আম্রপালি", ছেলে বলছেন আমি "আনারকলি"। এভাবেই আপনারা দেশের নারীদের দেখেন?' রামপুরের জেলাশাসক অঞ্জনায় কুমার বলেন, ভ্রু'জয়া প্রদাকে "আনারকলি" বলে মন্তব্য করায় আবদুল্লা আজম খানের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক রিপোর্ট করা হবে। পুলিশের আধিকারিকদের কাছে প্রমাণস্বরূপ একটি ভিডিও রেকর্ডিং পাঠিয়েছি।

আদিত্যনাথ

তিনের পাতার পর।। এদিন যোগিজী তার ভাষনে তৃণমূলকে তুলোধুনো করে বলেন। দুর্গাপুজো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। রামনবমীর মিছিলে পাথর ছোঁড়া হচ্ছে।

বিজেপির কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে। দিদি.. দাদাগিরি না করে লোকতন্ত্রকে বিশ্বাস করা উচিত। পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি প্রার্থীদের বেছে বেছে মারা হয়েছে, নমিনেশন জমা করতে দেওয়া হয়নি। যা হয়েছে তা ঠিক হয়নি। কৃষকদের বঞ্চিত করেছে এখানকার সরকার।

বেকারদের কর্মসংস্থান হয়নি।মোদীজি আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন। আগামী দিনে শ্রেষ্ঠ ভারত হবে।এখানে বিজেপি কর্মীদের সন্মান করুন না হলে এখানকার সাধারণ মানুষ আপনাকে ছুড়ে ফেলে দেবে।

এদিন লকেট চট্টোপাধ্যায়কে ভোট দিয়ে এই কেন্দ্র থেকে জেতার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করেন তিনি। এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় এছাড়াও হুগলি সভাপতি সুবীর না সহ অন্যান্য বিজেপি নেতারা।

আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাটিতেও তেমনভাবে কোনরকম গাঁয়ে লাগিয়ে সারার দেননি বলে বুঝা গেছে এলাকার মানুষদের কথায়। যার কারণে এর পরবর্তী তিন ঘণ্টার মধ্যে কুকুরটি আরও বেশ কয়েকজন পথচারী থেকে শুরু করে এলাকাবাসীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে, ও কুকুরের দাঁতের কামড়ে ও নখের আচরে আক্রান্ত হয় ১৫ জন। বিশালগড় ফায়ার সার্ভিসকে আবারও কল দেওয়া হয়। কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের একটি ছোট জীপ গাড়ি দিয়ে একসঙ্গে এতগুলো মানুষ যায়গা না হওয়ার কারণে অন্যান্য প্রাইভেট অটো ও অন্যান্য যানবাহনের মাধ্যমে কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত ব্যাক্তিদেরকে হাসপাতালে আনা হয়। এই ঘটনায় আহত ব্যাক্তিরা হলেন, স্মৃতি সূত্রধর, সঙ্কর দাস, রঞ্জিত দাস, রঞ্জিত সরকার, আলমিন হোসেন, বাপি মজুমদার, রানুয়ারা বেগম, রায়হান খান, গিয়াস উদ্দিন, পূর্ণিমা বেগম, কামাল হোসেন, ভানু মিঞা, মল্লিকা দাস, সান্তা বেগম, মঞ্জু দাস। অথচ উল্লেখ করার বিষয় বেলা একটা পর্যন্তও কুকুরটিকে আটক করার মত কোন ব্যবস্থা প্রশাসন করে ঠতে পারেনি। ঘুম পাড়ানী গুলি ব্যবহার করতেও দেখা যায়নি এতাটা সময় পর্যন্ত। আর এদিকে পুরু এলাকায় অঘোষিত ১৪৪ ধারা জারী হয়ে যায় মানুষের মনে। আতঙ্কে, বাড়ি ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে এলাকাবাসী তখন ইষ্ট নাম জপ করছে। ভগবানের উদ্দেশ্যে এই পাগলা কুকুর নামক ভয়ানক সঙ্কট থেকে মুক্তি প্রাপ্তির জন্য কিইবা করার আছে এলাকার সাধারণ নাগরিকদের? কারণ রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত বর্তমান ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের পুলিশ প্রশাসন যে এখন ঢাল, তরোয়াল বিহীন, নিধিরাম সর্দারের মত অবস্থায় সোমবারের এই ভয়ানক দিনটির সাক্ষী থাকতে পেরে একটা বিষয় খুব শিক্ষনীয় জিনিস লক্ষ করা গেল যে একটা হিংস্র পাগলা কুকুরকে নিস্ক্রিয় করতে পুলিশ, প্রশাসন যে টালবাহানা করছে তার কারণেই এদিন ঘটনার এই ঘটনার ভয়াবহতা। ত্রিপুরা রাজ্যের আপামর জনসাধারনের নাগরিক নিরাপত্তা পরিষেবা যে কি পরিমানে তলানীতে ঠেকেছে তা এই দুর্ঘটনা থেকে জলের মত পরিষ্কার। যে পুলিশ, প্রশাসন একটা পাগলা কুকুরের কাছে যেভাবে আত্মসমর্পন করেছে আগামীতে ভগবান না করুক রাজ্যে কোন হামলা বা এর থেকে বড় কিছু হয় তাহলে কিন্তু রাজ্যের মানুষের জন দুর্ভোগের চূড়ান্ত সীমা উলঙ্ঘন করে ফেলবে। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের কাছে কড়ইমুড়া, মুড়াবাড়ি, লস্কর চৌমুহনী এলাকার মানুষের দাবি অচিরেই যেন রাজ্যের পুলিশ, প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং এর মাধ্যমে আরও বেশি সক্রিয় করা হয়। আর না হলে রাজ্যের মানুষের দুর্গতি আরও দিন কে দিন বেড়েই চলবে।

অমিত

তিনের পাতার পর।। নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা বাদে শুরু হয় অমিত শাহর সাংবাদিক সম্মেলন। মঞ্চে তাঁর বাঁ দিকে ছিলেন মুকুল রায় ও কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। ডান দিকে দিলীপ ঘোষ ও রাহুল সিনহা। তাঁরা অবশ্য কেউ প্রশ্নোত্তরে অংশ নেননি।

দেব

তিনের পাতার পর।। কারন সদ্য মুক্তি পেয়েছে পরিচালক রাজা চন্দর নতুন ছবি 'কিডন্যাপ'-র গান। সেখানেই দেব রুক্মিনীকে আর্জি জানালেন তাকানোর।

দেব অভিনীত 'কিডন্যাপ' ছবির সেই গান 'ওই ডাকছে আকাশ' মুক্তি পাওয়ার পরই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর সেই গানেই রয়েছে 'যদি একটু তাকাস' কথাটি। গান বেঁধেছেন জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। গান লিখেছেন খোদ পরিচালক রাজা চন্দ নিজেই। পবনদীপের কণ্ঠে সেই গানে দেব-রুক্মিনীর রোম্যান্টিক ভিডিও আপাতত ওয়েব দুনিয়ায় ভাইরাল। কখনও মরুভূমির বালিয়াড়িতে আবার কখনও বা এবড়োখেবড়ো রুক্ষ্ম পাহাড়ি উপত্যকায় শুট হয়েছে গানের দৃশ্য। 'ওই ডাকছে আকাশ' গানটি যে দশর্কদের বেশ মনে ধরেছে তা বলাই বাহুল্য।

প

প্রথম ভারতীয় হিসেবে ধোনির ২০০ ছক্কার রেকর্ড

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল।। আইপিএলে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানে সুরেশ রায়না ও বিরাট কোহলির মধ্যে ইঁদুর-বেড়াল খেলা চলছে। হিটম্যান খ্যাত রোহিত শর্মা তালিকার পরের স্থানে রয়েছেন। আর এই টুর্নামেন্টে এদের স্ট্রাইকরেটও অনেক। তবে মজার ব্যাপার স্ট্রোক ব্যাটসম্যান হিসেবে তাদের নাম থাকলেও আইপিএলের প্রথম ভারতীয় হিসেবে ২০০ ছক্কার রেকর্ড কিন্তু মহেন্দ্র সিং ধোনি গড়ে ফেলেছেন।

রোববার রাতে এম চেন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর বিপক্ষে ধোনি তার দল চেন্নাই সুপার কিংসকে প্রায় জিতিয়েই দিয়েছিলেন। তবে শেষ ওভারে জয়ের জন্য ২৬ রান লাগলে এক রানে হেরে যায় তার দল। ১৬২ রানের টার্গেটে ধোনি শেষ পর্যন্ত ৪৮ বলে ৫টি চার ও ৭টি ছক্কায় ৮৪ রানে অপরাজিত থাকেন।

ধোনির আইপিএল ক্যারিয়ারে এটি আবার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। এছাড়া ২০০ ছক্কার মাইলফলক গড়েছেন। যদিও সবমিলিয়ে আইপিএলে ছক্কা মারার রেকর্ডে ধোনি তৃতীয়। শীর্ষ দুটিস্থানে রয়েছেন ক্রিস গেইল (৩২৩) ও এবি ডি ভিলিয়ার্স (২০৪)। ধোনির বর্তমান ছক্কার সংখ্যা ২০৩। পরের দুটি অবস্থানের মধ্যে রোহিত শর্মা ও সুরেশ রায়না ১৯০ ও বিরাট কোহলি ১৮৬টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন।

এদিকে এদিন উমেশ যাদবের করা শেষ ওভারে ধোনি ২৪ রান তুলেছেন। এ নিয়ে আইপিএলে চতুর্থবারের মতো ২০তম ওভারে ২০ রানের বেশি তুললেন ধোনি। যা তার নতুন আরেকটি রেকর্ড। পরেই আছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান অধিনায়ক রোহিত। ইনিংসের শেষ ওভারে তিনবার বিশের বেশি রান তুলেছেন তিনি।

এমবাপের হ্যাটট্রিকে চ্যাম্পিয়ন পিএসজির জয়

লন্ডন, ২২ এপ্রিল।। তুলুজের বিপক্ষে লিল পয়েন্ট হারানোয় রোববার মাঠে নামার আগেই শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যায় পিএসজির। কিলিয়ান এমবাপের হ্যাটট্রিকে মোনাকোকে হারিয়ে উপলক্ষ্যটা দারুণভাবে রাঙিয়েছে টমাস টুখেলের দল।

লিগ ওয়ানে ঘরের মাঠে মোনাকোর বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছে পিএসজি। নভেম্বরে দলটির মাঠে ৪-০ ব্যবধানে জিতেছিল প্যারিসের ক্লাবটি।

তিন ম্যাচ পর লিগে জয়ের দেখা পেল পিএসজি। গত ৭ এপ্রিল স্ত্রাসবুরের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ড্র করেছিল তারা। পরের দুই রাউন্ডে লিল ও নঁতের কাছে হেরে বসে টুখেলের শিষ্যরা। অবশেষে মিলল জয়ের দেখা।

চ্যাম্পিয়নের মুকুট পরে মাঠে নামা পিএসজি প্রথমার্ধেই দুই গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।

পঞ্চদশ মিনিটে দারুণ এক পাল্টা আক্রমণে মুসা দিয়াবির পাস ডি-বক্সে পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ডান পায়ের শটে বল জালে পাঠান এমবাপে। আর ৩৮তম মিনিটে দানি আলভেসের সঙ্গে বল দেওয়া নেওয়া করে পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে নিচু শটে জাল খুঁজে নেন ফরাসি এই ফরোয়ার্ড।

জানুয়ারিতে পায়ে চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া নেইমার তিন মাস পর ঘরের মাঠের এই ম্যাচ দিয়ে ফিরেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ডিফেন্ডার লেইভিন কুরজাওয়াকে তুলে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে মাঠে নামান কোচ।

৫৩তম মিনিটে এমবাপের জোরালো শট পোস্টে বাধা পায়। দুই মিনিট পরেই অবশ্য হ্যাটট্রিক পেয়ে যান এমবাপে। আলভেসের কাটব্যাক পেয়ে কাছ থেকে টোকায় স্কোরলাইন ৩-০ করেন ২০ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড।

চলতি লিগে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলদাতা এমবাপের মোট গোল হলো ৩০টি।

চোটের কারণে দীর্ঘদিন বাইরে থাকা এদিনসন কাভানিকে ৭৩তম মিনিটে বদলি নামান কোচ। সেই সঙ্গে অনেক দিন পর মাঠে একসঙ্গে পিএসজির বিধ্বংসী আক্রমণত্রয়ীর দেখা মেলে। বাকি সময়ে ব্যবধান অবশ্য বাড়াতে পারেনি তারা।

উল্টো ৮০তম মিনিটে অতিথিদের একমাত্র গোলটি করেন রুশ মিডফিল্ডার আলেকসান্দার গোলোভিন।

৩৩ ম্যাচে ২৭ জয় ও তিন ড্রয়ে টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়া পিএসজির পয়েন্ট ৮৪। ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে লিল।

আফগানদের বিশ্বকাপ দলে আসগর-হামিদ

লন্ডন, ২২ এপ্রিল।। ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করলো আফগানিস্তান। আর এই দলে চকম হিসেবে নেওয়া হয়েছে ২০১৬ সালের জুলাইয়ে সর্বশেষ ওয়ানডে খেলা ৩১ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার হামিদ হাসানকে।

বিশ্বকাপের অধিনায়ক শেষ পর্যন্ত গুলবাদীন নাঈবকেই করা হয়েছে। যদিও এ নিয়ে দলের সিনিয়র তারকা রশিদ খান ও মোহাম্মদ নবী সমালোচনা করেছিলেন। তবে যেই আসগর আফগানকে নেতৃত্ব থেকে বিশ্বকাপের মাত্র দুই মাস আগে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাকেও বিশ্বকাপ স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার পচেফস্ট্রুমে ২৩ সদস্যের অনুশীলন ক্যাম্প থেকেই এই ১৫জন বেছে নেওয়া হয়েছে। তবে বাদ পড়েছেন ইকরাম -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

জিদানের কাছে 'বিশ্বের সেরা ৯ নম্বর' বেনজেমা

লন্ডন, ২২ এপ্রিল।। লা লিগায় আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করা করিম বেনজেমাকে 'বিশ্বের সেরা নাম্বার নাইন' বলে দাবি করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের কোচ জিনেদিন জিদান।

সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে রোববার ৩-০ গোলে ম্যাচটি জেতে রিয়াল। দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে হেডে দলকে এগিয়ে নেন বেনজেমা। ৭৬তম মিনিটে আরেকটি হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে প্রতিপক্ষের ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ৩১ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড।

রিয়ালের শেষ আটটি গোলের সবকটিই করলেন বেনজেমা। ২১ গোল নিয়ে লা লিগার চলতি আসরে গোলদাতার তালিকায় লুইস সুয়ারেসকে ছাড়িয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠেছেন তিনি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চলতি মৌসুমে করেছেন দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩০ গোল।

ম্যাচের পর বেনজেমার প্রশংসা করে জিদান বলেন, "আমার কাছে করিম বিশ্বের সেরা নাম্বার নাইন, যদিও অনেক ভালো খেলোয়াড় আছে এবং অন্যরা হয়তো অন্য কাউকে বেছে নিতে পারে।"

"তার গোলগুলি চিত্তাকর্ষক এবং আমি তার জন্য খুশি। তার নিজের উপর আত্মবিশ্বাস আছে, সবসময় উন্নতি করার লক্ষ্য স্থির রাখে।"

চলতি লিগে ৩৩ ম্যাচে ২০ জয় ও চার ড্রয়ে তৃতীয় স্থানে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ৬৪। সমান ম্যাচে ২৩ জয় ও আট ড্রয়ে ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। আতলেতিকো মাদ্রিদ ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুই নম্বরে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ে ধৈর্য ধরার আহ্বান পিএসজি কোচের

লন্ডন, ২২ এপ্রিল।। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঘরোয়া লিগে দারুণ সফল পিএসজি। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ব্যর্থতার গণ্ডি থেকে বের হতে পারছে না তারা। টানা তৃতীয়বারের মতো প্রতিযোগিতাটির শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিয়েছে প্যারিসের দলটি। ক্লাব পর্যায়ে ইউরোপ সেরার মুকুট জিততে দলকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন কোচ টমাস টুখেল।

রোববার তুলুজের বিপক্ষে লিল পয়েন্ট হারানোয় লিগ ওয়ানের শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যায় পিএসজির। পরে কিলিয়ান এমবাপের হ্যাটট্রিকে মোনাকোকে ৩-১ গোলে হারিয়ে উপলক্ষ্যটা দারুণভাবে উদযাপন করে টুখেলের দল।

ঘরোয়া ফুটবলে গত কয়েক বছর ধরে দাপট দেখাচ্ছে পিএসজি। এবার দিয়ে শেষ সাত মৌসুমে ছয়বারই লিগ ওয়ানে চ্যাম্পিয়ন হলো তারা। এ সময়ে ফরাসি ফুটবলের অন্য দুই প্রতিযোগিতাতেও বেশ সফল প্যারিসের ক্লাবটি। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ব্যর্থতা ভোগাচ্ছে দলটিকে। চলতি মৌসুমে শেষ ষোলোয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে প্রথম লেগে জয় পেলেও ঘরের মাঠে হেরে ছিটকে যায় পিএসজি।

টানা আটবারের সেরি আ চ্যাম্পিয়ন ইউভেন্তুস ১৯৯৬ সালের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পাঁচবার ফাইনালে উঠলেও আর কখনও শিরোপা জিততে পারেনি-এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান টুখেল।

"চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ক্লাবের একটি বড় লক্ষ্য। কিন্তু এমনকি ইউভেন্তুস পর্যন্ত এর জন্য এত দিন ধরে অপেক্ষা করছে।"

আগামী শনিবার ফরাসি কাপের ফাইনালে রেনের মুখোমুখি হবে পিএসজি। এই লড়াইয়ে শিরোপা জিততে আত্মবিশ্বাসী দলটির তরুণ ফরাসি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে।

"আমাদের আরও একটা শিরোপা জয় করার আছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আমরা আরও বেশি প্রত্যাশা করেছিলাম ঠিক, তবে আমাদের অবশ্যই মনোযোগ ধরে রাখতে হবে।"

প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে লিভারপুলের রেকর্ড পয়েন্ট অর্জন

লন্ডন, ২২ এপ্রিল।। কার্ডিফ সিটিকে ২-০ গোলে হারিয়ে চলমান ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ৮৮ পয়েন্ট অর্জন করেছে লিভারপুল। আর এতেই প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে সর্বোচ্চ পয়েন্টের ক্লাব রেকর্ড গড়েছে অল রেডসরা। জিনি ভাইনালডাম ও জেমস মিলনারের গোলে এ জয়ে ফের ম্যানচেস্টার সিটিকে পেছনে ফেলে শীর্ষে উঠে এলো ইয়র্গান ক্লপের শিষ্যরা।

লিভারপুল এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৩৫টি ম্যাচ খেলেছে। যেখানে ২৭ জয়ের বিপরীতে ৭টি ড্র ও মাত্র একটি ম্যাচে হেরেছে। তবে লিগে এখনও তিন ম্যাচ বাকি থাকতেই রেকর্ড বইয়ে নাম লেখালো দলটি।

১৯৯২ সাল থেকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নতুন যাত্রা শুরু হয়। এর আগে অবশ্য দেশটির শীর্ষ পর্যায়ে লিগে ১৯৭৮-৭৯ মৌসুমে ৯৮ ও ১৯৮৭-৮৮ মৌসুমে ৯০ পয়েন্ট অর্জন করেছিল লিভারপুল।-**ছয়ের পাতায় দেখুন**

জাগরণ 23 April, 2019, Tuesday আগরতলা ২৩ এপ্রিল, ২০১৯ ইং, ৯ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

সোমবার মহিলা ভোট কর্মীরা ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিচ্ছেন। করবুকে তোলা নিজস্ব ছবি।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ ১৫টি রাজ্যে তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ আজ

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.)।। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ মিটতে না মিটতেই এবার তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণের অপেক্ষা। মঙ্গলবার সকাল সাতটা থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ দেশের ১৫টি রাজ্যে শুরু হয়ে যাবে লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ। তৃতীয় দফায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ ১৫টি রাজ্যের মোট ১১৬টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে।

তৃতীয় দফায় মঙ্গলবার যে সমস্ত রাজ্যে ভোটগ্রহণ হবে, সেই সমস্ত রাজ্যগুলি হল-কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, ছত্তিশগড়, অসম, বিহার, ওডিশা, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর, ত্রিপুরা, গোয়া, গুজরাট, কেরল, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় দফায় ত্রিপুরা পূর্ব লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে ত্রিপুরা পূর্ব লোকসভা আসনের ভোটগ্রহণ ১৮ এপ্রিলের বদলে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়উ আর তাই তৃতীয় দফায় ত্রিপুরা পূর্ব লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে।

তৃতীয় দফায় কর্ণাটকের ১৪টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে, গুজরাটের ২৬টি আসনে, কেরলের ২০টি আসনে, মহারাষ্ট্রের ১৪টি আসনে, উত্তর প্রদেশের ১০টি আসনে, অসমের ৪টি আসনে, বিহারের ৫টি আসনে, ওডিশার ৬টি আসনে, ছত্তিশগড়ের ৭টি আসনে, পশ্চিমবঙ্গের ৫টি আসনে, জম্মু ও কাশ্মীরের একটি আসনে, ত্রিপুরার একটি আসনে, দাদরা ও নগর হাভেলির একটি আসনে, দমন ও দিউ-র একটি আসনে, গোয়ার দু'টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে।

ত্রিপুরা পূর্ব আসনে ভোট, কঠিন লড়াইয়ের মুখে চার প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। আগামীকাল রাজ্যের শেষ দফার ভোট পূর্ব ত্রিপুরা জনজাতি সংরক্ষিত আসনে। এই আসনে মোট ১০ জন প্রার্থী রয়েছেন। তবে মূল লড়াই চার প্রার্থীর মধ্যে হবে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

আজ সোমবার সকাল থেকে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের অন্তর্গত বিভিন্ন মহকুমা সদরের অস্থায়ী স্ট্রংরুম থেকে ভোটের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা ইভিএম, ভিভিপ্যাট-সহ ভোটের কাজে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে নিজ নিজ পোলিং স্টেশনের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছেন। তাদের কড়া পাহারার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন নিরাপত্তা কর্মীরা।

এই লোকসভা আসনের রিটার্নিং অফিসারের সদর কার্যালয় ধলাই জেলার আমবাসায়। আমবাসা এ মুহূর্তে নিরাপত্তার চাদরে পরিবেষ্টিত। গোটা লোকসভা এলাকায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। ত্রিপুরা পুলিশ এই নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। একটি ফোন লাইন চালু করেছে, যদি কোথাও বুথ দখল বা গণ্ডগোল দেখা দেয় তবে সাধারণ মানুষ ওই ফোন নম্বরে ফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পদক্ষেপ নেবে। বিভিন্ন জায়গায় নাকাচেকিং গেট বসানো হয়েছে।

এই আসনে ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে বামফ্রন্ট প্রার্থী জীতেন্দ্র চৌধুরী, যিনি বর্তমানে এই আসনের সাংসদ, বিজেপি প্রার্থী রেবতীকুমার ত্রিপুরা, কংগ্রেস প্রার্থী রাজকুমারী প্রজ্ঞা দেববর্মণ এবং আইপিএফটি প্রার্থী তথা রাজ্যের রাজস্ব এবং মৎস্য দফতরের মন্ত্রী এনসি দেববর্মার মধ্যে জোরদার লড়াই হবে বলে অনেকের অভিমত।

সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌতম দাসের মতে, বর্তমান সাংসদ সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছেন, তাই তাঁর জয় নিশ্চিত। অপরদিকে বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যের দাবি, মানুষ বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের অপশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মাত্র ১৩ মাস আগে বিজেপি-কে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছেন। তাই দুটি আসনে বিজেপি প্রার্থীর জয় নিশ্চিত। অপর দিকে কংগ্রেস দলের সহসভাপতি তথা মুখপাত্রের অভিমত, তাঁদের প্রার্থী রাজপরিবারের সদস্য। এই রাজ্যের রাজারা শহর থেকে শুরু করে গ্রামপাহাড়ের সব অংশের মানুষের জন্য কী কাজ করেছেন তা সকলে জানেন। তাই সেই পরিবারের সদস্যের প্রতি মানুষের একটা আস্থা রয়েছে। তাছাড়া এই এক বছরে বিজেপি রাজ্যের অবস্থা কোথায় নিয়ে গিয়েছেন তা-ও মানুষ দেখছেন। সাধারণ মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাদের সব ভোট এবার আসছে কংগ্রেসে। অপরদিকে আইপিএফটি-র প্রার্থী তথা দলের সভাপতি এনসি দেববর্মা বলেন, তাঁরা তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে লড়ছেন। শুধু জনজাতি অংশের মানুষ নয়, বহু বাঙালি মানুষও তাঁদের এই দাবি সমর্থন করেন। তাই তাঁদেরও ভোট পড়বে আইপিএফটি-র পক্ষে। শেষ পর্যন্ত এই আসনে কোন দলের প্রার্থীর মাথায় ভোটাররা জয়ের মুকুট তুলে দেন তা দেখার জন্য ২৩ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ফটিকরায় বাজারে ভোটের প্রাক্কালে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। পূর্ব ত্রিপুরা আসনের নির্বাচনের এক দিন আগে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় বাজারের একসাথে তিনটি দোকানে। বাজারের মুদি দোকানী রুক্ষিনী দাস এবং দিপঙ্কর ঘোষ ও সুনীল শর্মার হার্ডওয়ার্স এর দোকানে ররিবার রাতে হানা দেয় চোরের দল। রুক্ষিনী দাস এবং দিপঙ্কর ঘোষের দোকানের সামনের দরজা ভেঙে দোকানের ভেতরে প্রবেশ করে চোরের দল। দুই দোকান থেকেই নগদ অর্থ এবং বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে পালায় চোরেরা।

অন্যদিকে সুনিল শর্মার দোকানের পেছনের দরজা তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে চোরের দল। সব মিলিয়ে মোট লক্ষাধিক টাকার মতো নিয়ে যায় চোরেরা বলে জানান দোকান মালিক রুক্ষিনী দাসের ছেলে রতন দাস, দিপঙ্কর ঘোষ এবং সুনিল শর্মা। সোমবার সকালে দোকানে এসে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন ব্যবসায়ীরা এবং একসাথে তিনটি দোকানে চুরির ঘটনায় রীতিমতো তাজ্জব বনে যান।

খবর দেওয়া হয় ফটিকরায় থানায়, ছুটে আসে পুলিশ। গত বছরও এই দোকানগুলিতে চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল তখনো ফটিকরায়ের পুলিশ কর্তাদের এই বিষয়ে অবগত করা হয়েছিল কিন্তু এক বছর পর্যন্ত চোরের টিকির নাগালও পায়নি ফটিকরায় থানার করিদকর্মা পুলিশ। ফটিকরায় বাজারের রবিবার রাতের চুরির ঘটনাও পুলিশ এসে লোক দেখানো তদন্তে নেমেছে।

ফটিকরায় বাজারে এমনিতেই রাতে পুলিশি টহল থাকে তার মধ্যে নির্বাচনের জন্য রবিবার রাতে ফটিকরায় বাজারের অতিরিক্ত পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল ছিল কিন্তু এর মধ্যেও চোরের হানায় আরক্ষা প্রশাসনের ভূমিকায় উঠছে নানা প্রশ্ন। শুধু রবিবার রাতেই নয় শনিবার রাতেও ফটিকরায়ের চেবরী চৌমুহনিতে সুমন্ত সাহা নামে এক ব্যক্তির দোকানে চোরের দল থাবা বসিয়েছে বলে খবর। ফটিকরায় এলাকায় পরপর দুদিন চোরের দলের হানায় আতঙ্কিত ফটিকরায়বাসী। দাবি উঠছে পুলিশি নিরাপত্তা জোরদার করার।

সন্ত্রাসবাদ দমনে ভীরুতার পরিচয় দিয়েছিল কংগ্রেস : প্রধানমন্ত্রী

ডিনডোরি, ২২ এপ্রিল (হি.স.)।। সন্ত্রাসবাদ দমন প্রসঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কংগ্রেসের তুলনায় এনডিএ জোট আক্রমণাত্মক ভাবে সন্ত্রাসবাদ দমনের কাজ করে গিয়েছে। সোমবার মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার ডিনডোরি জনসভায় এমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের আগে সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালালে শুধুমাত্র শোকপ্রকাশ করা হত। ক্রমাগত সন্ত্রাস হানায় আক্রান্ত হতে হত সাধারণ মানুষকে। এই নীতি এখন অচল হয়ে গিয়েছে। বর্তমান সময়ে গোটা দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ মুছে ফেলা হয়েছে। শুধুমাত্র কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী কয়েকটি জায়গায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ রয়েছে। সেখানে ধীরে ধীরে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হচ্ছে। ভীরুতার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ সমস্যার মোকাবিলা করেছিল কংগ্রেস। এনডিএ ক্ষমতায় এসে সন্ত্রাসবাদ দমনে আরও বেশি আক্রমণাত্মক ও কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিল। যার জেরে আগের তুলনায় গোটা দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ পুরোপুরি নির্মূল হয়ে গিয়েছে।

রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থা হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের (হ্যাল) বেহাল দশার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস হ্যালকে ধ্বংস করে ছেড়েছিল। মেক ইন ইন্ডিয়ার মাধ্যমে, প্রতিরক্ষার করিডর গড়ে এই সংস্থাটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে এই সংস্থার স্বক্ষমতা দুই থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি করা হবে। উল্লেখ্য, হ্যালকে বাদ দিয়ে রাফাল চুক্তি করার জন্য বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী।

সোনামুড়ার কুলুবাড়িতে অগ্নিকান্ডে দুটি বসত ঘর সহ বহু সামগ্রী পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে দুটি বসত ঘর সহ বহু সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সোমবার বেলা আনুমানিক ১১ টায় সোনামুড়া থানা এলাকার কুলুবাড়ী পূর্বপাড়ার জনৈক প্রান্তিক কৃষক নজরুল ইসলামের বাড়ীতে এক বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটলে তার থাকার ও রান্নার ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। ঘটনার সময় নজরুল ইসলাম তার নিজস্ব জমিতে কর্মরত ছিলেন। তার স্ত্রী পেশায় অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী। রেহেনা বেগম ছিলেন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। তাদের দুই সন্তান ছিল মাদ্রাসাতে। ঘর ছিল তালা বন্ধ। একই বাড়ীতে আরও দুইটি পরিবার বসবাস করছে। নজরুল ইসলামের ঘর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে পার্শবর্তী বাড়ীঘরের মানুষজন ছুটে আসে এবং সোনামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা ছুটে আসে। ততক্ষনে নজরুল ইসলামের ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র আগুনে ভষ্মিভূত হয়ে যায়। দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রনে এনে অপর দুইটি পরিবারের ঘরগুলিকে রক্ষা করতে -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

প্রধানমন্ত্রীর বায়োপিক : সুপ্রিম কোর্টে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বায়োপিক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর বায়োপিক 'পিএম নরেন্দ্র মোদী' সম্পর্কিত বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিয়েছে নির্বাচন কমিশনউ এই বেঞ্চের অন্যান্য সদস্যরা হলেন বিচারপতি দীপক গুপ্তা এবং সঞ্জীব খান্না। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

সাধ্বী প্রজ্ঞার প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে তোপ মায়াবতীর

লখনউ, ২২ এপ্রিল (হি.স.)।। সাধ্বী প্রজ্ঞার বিতর্কিত মন্তব্যকে হাতিয়ার করে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বসপা সুপ্রিমো তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী। সাধ্বী প্রজ্ঞার মনোনয়ন পত্র বাতিল না করে শুধুমাত্র নোটিশ জারি করে চলেছে নির্বাচন কমিশন বলে জানিয়েছেন মায়াবতী।

শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাবরি মসজিদের প্রসঙ্গ তুলে ভোপালের বিজেপির প্রার্থী সাধ্বী প্রজ্ঞা বলেছিলেন, 'রাম মন্দির আমি গড়ব। সেখানে বাবরি মসজিদ আমিই ধ্বংস করেছি। এই কাজে যোগদান করতে পেরে নিজেকে গর্বিত বলে মনে করছি। রাম মন্দির গড়া নিয়ে শীঘ্রই রূপরেখা তৈরি করা হবে। সেখানে রাম মন্দির গড়ার কাজ কেউ আটকাতে পারবে না। দেশই রাম আর রামই দেশ।' আর এরপরেই রবিবার সাধ্বী প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে শো-কজ নোটিস জারি করে ভোপালের জেলা নির্বাচনী আধিকারিক। ২৪ ঘন্টার মধ্যে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা নিয়ে মন্তব্যের জন্য সাধ্বী প্রজ্ঞাকে জবাবদিহি করতে হবে। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বসপা সুপ্রিমো মায়াবতী। সোমবার ট্যুইটারে মানাবতী লেখেন, ভোপালের বিজেপি প্রার্থী এবং মালেগাঁও বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযুক্ত সাধ্বী প্রজ্ঞা দাবি করেছেন তিনি ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা বিজেপি এবং আরএসএসের আসল মুখ যা বারবার প্রকাশ্যে চলে আসছে। সাধ্বী প্রজ্ঞার মনোনয়ন পত্র বাতিল না করে শুধুমাত্র নোটিশ জারি করে চলেছে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের পেছনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

ক্যালেন্ডার কর্মসূচি অনুযায়ী রক্তদানকে উৎসবে পরিণত করার আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে মহারাণী তুলসিবতী বালিকা বিদ্যালয়ে সোমবার সকালে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন।

মহারাণী তুলসিবতী বালিকা বিদ্যালয়ে টাউন বড়দোয়ালি কর্মচারী সমিতি আয়োজিত রক্তদান উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন বলেন, নির্বাচনী কাজে বিভিন্ন রাজনীতিক দল ও নেতা কর্মী সমর্থকরা ব্যস্ত থাকার -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।